ব্রজবেণু।

"वर्हापीड़ाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं
कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं विकसित-वदनं स्वाधरे न्यस्तवेणुं ।
श्यामं शार्ङ्गं त्रिभङ्गं सकरुण-वदनं भूषितं वैजयन्त्या
वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्म गोपालवेशं ॥"

শ্রীকালিদাস রায়।

পরিচয়।
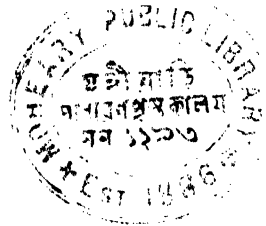
অনেকে বলেন দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণবকবিদের পদাবলীর পর গোকুল-গীতি-রচনার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা একটু ভাবিলেই পাইবেন। রাধাশ্যামের গোকুললীলা অনন্ত ও চিরন্তন—চির পুরাতন অথচ নিত্যনূতন। বঙ্গবাসীর জীবনে ইহার মাধুর্য্য ও নবীনতা কখনো নষ্ট হয় না। বৃন্দাবনলীলার কালিন্দী-কলকল্লোলে নবনব যুগ, নবনব স্রোতঃ সম্পদ দান করিয়া তাহাকে আরো রমণীয় করিতেছে। জগতে সকল বিষয়ই পুরাতন, কাব্যে তাহাকে নূতন প্রকাশভঙ্গি ও রূপ দান করাতেই কবির কৃতিত্ব। কবি "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" ও আপনার সুকুশল কারুহস্তের কলাসৌন্দর্য্য দান করিয়া পুরাতনকে নিত্য নবীভূত ও মনোজ্ঞ করিতেছেন। "যাহা ছিল চির পুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।" ঐ চিরন্তন লীলাকে যদি জড়শক্তির ক্রিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে উহাকে পুষ্টি দানের কথা ভাবা যায় না, কিন্তু উহাকে সঞ্জীবিত শক্তির বিকাশ মনে করিলে, দেশমাতা, যুগে যুগে কবির লেখনীর প্রাণের মসীর অক্ষর, চিত্রকরের তুলিকার বক্ষ রক্ত, রেখা, শিল্পীর কারুযন্ত্রের প্রসাধন ও গায়কের বাগ্‌যন্ত্রে হৃৎসমীরের উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া উহাকে রস, রক্ত ও স্তন্যদানে, তার বয়ঃক্রমের উপযোগী করিয়া, উহার জীবনস্রোতকে চিরপ্রবাহিত প্রাণশক্তিরূপে ধাবিত ও ক্রিয়াশীল হইতে সাহায্য করিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বর্ত্তমান যুগের ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, কলানৈপুণ্যে বর্ত্তমান সাহিত্যলক্ষ্মীর চরণারবিন্দের বর্ণে গন্ধে মকরন্দে ও কোমলস্পর্শনে উহাকে জীবনরাগ-রঞ্জিত দেখিয়া আমরা সুখী।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য" কবিতার কবি ঐ অনন্তলীলাকে বা ঐ অনন্তের ভূমায় চির-বিকাশকে মানবাত্মার সহজ, অন্তর্নিহিত ও স্বত উচ্ছ্বসিতভাবে দেখিয়াছেন। নর-নারীর নিসর্গসঞ্জাত প্রেম, বিরহ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিদ্যা, অবিদ্যা, সুখদুখ হাসিঅশ্রু সকল প্রকটতাকেই একই বিশ্বজনীন লীলাসিন্ধুর তরঙ্গনৃত্যের ন্যায় অঙ্গীভূত ভাবেই দেখিয়াছেন, মহামানবের মধ্যে যাহা সার্ব্বজনীন যাহা সহজ সরল আদিম ও চিরন্তন, তাহাকেই পরম সত্য মনে করিয়াছেন। ইহাই পরম সত্য বলিয়া শুধু মানব প্রকৃতিতে নহে বিশ্বপ্রকৃতিতেও ঐ সহজলীলা অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির নবনব

নৈসর্গিক বিকাশ সেই অনন্তলীলারই অঙ্গ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া রাসে, দোলে, ঝুলনে, বিরহে, মিলনে, মানে, মানভঞ্জনে সখ্যবাৎসল্যের নবনব আনন্দে ঐ লীলাই চলিতেছে। কবি বলিতেছেন—

"এই বিশ্ব তব রঙ্গভূমি নিত্য নট—বিহর' তুমি"

*　　*　　*

"তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা,
নয়নাভিরাম তুমি, তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা।"

কবি লীলাময়কে নিকটে পাইবার জন্য ব্যথার ব্যথী পরমাত্মীয় মানবরূপে কল্পনা করিতেছেন। কবি বলেন :—কাঙাল ভক্তের জন্য কাঙাল হইয়াই তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাদের সুখদুঃখে ভাগ লইতেছেন, "ভিন্ন করে' আয়োজনের নেইক দাবি দাওয়া। তোমার আমার একথালাতেই আগে পিছে খাওয়া" ভক্ত যেমন দেবতাকে চান, ভক্ত-বৎসল ভক্তকে তারো বেশী চান, "আমরা তাহারে যতচাই সে যে তার বেশী মোদে চায়।" "চিরবন্ধু" আমাদের বাহুপাশে "চিরবন্দী"। তিনি "নরোত্তম"—তিনি "তিলোত্তম"। বিশ্ব তাহাকে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যদানে আপনার করিয়া লইয়াছে। "ধ্রুব-রাখালের" লীলার মধু নিখিলের সকল প্রেমকে স্বর্গীয় করিয়াছে, তাঁহার বাঁশীর বাণী বৈদান্তিকের মায়ার স্বপনকে সত্যসনাতন করিয়া দিয়াছে।

"ধ্রুব কিশোর"—চিরন্তন। অচিরন্তন ভক্ত নিজের জীবনে তাহাকে চিরস্থির ভাবে পাইতেছেন না, জীবনের ঝুলনে দোলে ও রাসে তাঁহাকে চঞ্চলভাবে দেখিতেছেন, আশা করিতেছেন যে দুর্দ্দিনে "গর্জ্জিবে আষাঢ়-বজ্র দ্যুলোকে ভূলোকে তমসায় হবে একাকার।" সেদিনে অন্তহীন অজানার পথে যাত্রাকালে জীবনরথে তিনি স্থির হবেন। জীবনের পূর্ণিমাগুলিতে যিনি চঞ্চল হইয়া ফিরিয়াছেন, জীবনের অন্ধকার দিনে তিনি স্থির হবেন।

"জন্মাষ্টমীতে" কবি বলিতেছেন তিনি দুর্দ্দিনেই আসেন অথবা দুর্দ্দিন সঙ্গে লইয়াই আসেন. তিনি "ব্যথার কালো জলে আনন্দনলিন।"

"শিশিরে শোভিত তাঁর কমললোচন,
দুইদিন দুখ দিয়ে　　আপনার করে' নিয়ে
অনন্তকালের দুঃখ করেন মোচন।"

দুঃখের মূল্য দিয়া তাঁর করুণা কিনিয়া ও জিনিয়া লইতে হয়।

'নিঠুর নষ্ট কপট শঠ' কাঁদাতেই ভালবাসে—তবু সেই দুর্দ্দণ্ডকেই চাই কারণ অশ্রুর অভাবে জীবন মরুভূমি হয়। অশ্রু বিনা জীবন শ্যামানন্দে ভরেনা। 'ফুটকমল হিয়া' দলিয়া সে মধু পান করে—কলঙ্কের পঙ্কমাঝে তার পাদপদ্ম বিরাজ করে।

শ্যামলালের হোলীরূপে একসঙ্গে শিব ও চণ্ডের অপূর্ব্ব মিলন। সুখে দুখে হাসি-অশ্রুতে, সুধা-বিষে আলোয় ও অন্ধকারে মিশ্রিত শ্যামলালের বিশ্বলীলা "একজনে যেন মধুরিমা আর চণ্ডিমা রাজিতেছে জলে থলে।" বিশ্বের যাহা দুঃখ তাহা প্রিয় সম্ভোগের মধ্যে ব্যথাটুকুর ন্যায়, ফুলশয়নের দু'একটি কণ্টকের ন্যায়, শ্যামসুন্দরের নিবিড়া-লিঙ্গনের পীড়নের মত। প্রিয়তমের নিবিড় ও আকুল প্রেমলাভ করিতে হইলে সে ব্যথার অশ্রু সুখাপন্না দুখধন্যা বিজয়িনীর জয় মালিকায় মুক্তা হইয়া দুলিবে। তাহা কোরক ব্যথার নীহার, কিন্তু চিত্তপ্রসূনকে প্রস্ফুটিত করে। বসন্তের আনন্দের মধ্যে কোকিলের কুহুস্বরে যে ব্যথা, বসন্তরাণীর অঙ্গে প্রিয়ের নখরদশন ক্ষতের ন্যায় কিংশুকের অপূর্ণ বিকাশে যে ব্যথা প্রিয়তমের করুণার অন্তস্তলে তাঁর দেওয়া বেদনা সেই প্রকারের।

তাই সে জ্বলায় বটে কিন্তু সে না জ্বালাইলে আরো বেশী নৈরাশ্যের কারণ—দোলের দিনে তার অত্যাচারে ইজ্জত থাকেনা। তবু—

> "কারো গায়ে যদি ফাগ নাহি ছুড়ে কালা
> সারা বরষেও যায়নাক তার সে অবহেলার জ্বালা।"

ঘনমেঘের দুর্দ্দিনে তাহাকে ভাল করিয়া চিনা যায় এই দুর্দ্দিনে তাহার সহিত মিলনের বড় সুবিধা "আজকে যেন আড়াল রচে সবে।" জীবনের এমন দুর্দ্দিন হইলেই যদি তাহাকে পাওয়া যায় তাহা হইলে এমনি দুর্দ্দিন ও আঁধারই ভাল। কবি বলেন তবে—"আলোর আমি করবোনাক নাম।" এমনদিনে গৃহে গুরুজন পরিজন সকলেরই সাবধানতার অভাব, শ্যামসরোবরে ঝাঁপ দিবার এমন সুদিন আর হয় না। মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ—তাতে অন্ধকার, বিশ্ব বিপন্নয়, কিন্তু একেবারে শ্যামময়। তাই 'অভিসারে গুরুগুরু বুকভরা দুরষে। সুনীল নিচোল পরি' তেয়াগিবে গৃহ সে "শ্রাবণ ধারার বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ।"

সে আশা দিয়াও আসে না, আবার সহসা আসে; তাহার এই বিপরীত রীতি, গাভীর আপীনে গোবৎসের রূঢ় আঘাত করিয়া দুগ্ধ পানের ন্যায়।

ডাকিলে সে যদি আসে তবে আসিয়া জ্বলাইবে, আবার একদণ্ড অভিমান করিলে "বৃন্দাবনে বন্ধ হবে নাওয়া খাওয়া দাওয়া।" "দু'পল যদি চুপটি করে সে,—বৃন্দাবনের স্পন্দ হিয়ার বন্ধ হবে যে।" তাহার যে দৌরাত্ম্য তাহা হৃদয়ের স্পন্দনের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ নয়নের পল্লবপাতের ন্যায়। এই হৃৎস্পন্দ ও নেত্রচাঞ্চল্য স্বভাবসঞ্জাত কিন্তু বন্ধ হইলে জীবনের কিইবা থাকে ?

সে আপনিই আসে। সে তাহার জন্যই প্রস্তুত ক্ষীরননী চুরি করিয়া খাইতে ভালবাসে। তাহারি মণ্ডনের জন্য প্রস্ফুট ফুল, মণ্ডনপ্রাপ্তির আগেই, তাহারি ভোগের জন্য সঞ্জাত ফল ভোগের আগেই ছিঁড়িয়া খাইতে ভালবাসে। সে আপনিই আসে। কারো কাছে বা দিনের আলোকে বংশীকরে, কারো গৃহে বা রাতের আঁধারে ননীচুরি করিতে।

আমরা কাঙাল। রাজা, ধনবান ও পরাক্রান্ত। আমরা দুর্ব্বল। বীর, প্রতাপান্বিত ও যোদ্ধা। আমরা পাপী। ধর্ম্মগুরুর নিকট আমাদের যাবার সাধ্য নাই। তাই তাহাদের সহিত আমাদের প্রাণের প্রেম হইতে পারে না। আমাদের কানু আমাদের অতি আপনার ধন। একবেলা কানুর অভাব হইলে যে বৃন্দাবন শ্মশান হয়, সে বৃন্দাবনের বাহিরে কানুকে আমরা ভাবিতে পারিব না। তাহাকে ঐ সকল বৃন্দাবন-বহির্ভূত আখ্যা দিলে আমরা শুনিব না। প্রাণে প্রাণে যাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো যুক্তিই আমাদের নিকট সমাদর পাইবে না। তাহাকে পাইতে হইলে তপস্যা করিতে হয়, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, তাহার সহিত এত দূর সম্পর্ক, একথা জীবন থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না। কানু "গরীবের ঘরে কুড়াইয়া পাওয়া ধন।" "হৃদয় বৃন্তে আপনি ফুটে সে নীল শতদল সম।" ভগবৎপ্রেম সহজাত, আত্মার অন্তস্তল হইতেই জন্মে, বহির্জগৎ হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হয় না। পাশ্চাত্য দর্শনেও Idea of infinite inductively acquired নহে, উহা deductively evolved একথা কোনো কোনো মনীষী বলেন।

আমাদের কৃষ্ণ সিংহাসনের ধন নহে, কালীয়াসনের ধন। রণজয়ী নহে, মনোজয়ী; অসিধারী নহে, বাঁশীধারী। রথের সারথি নহে, তরীর কাণ্ডারী। গীতার শ্রীকৃষ্ণ নহে, গীতের শ্রীকৃষ্ণ। ভূভারহরণের জন্য নহে, গোপগোপীর ন্যায় অবোধ মূর্খ নীচ ও হীন ব্যক্তিগণের মনোহরণের জন্য (অবতীর্ণ নহে) নিত্যই বিরাজ করিতেছেন।

ভক্তেরা তাঁর দেওয়া বেদনাকে বেদনা বলিয়াই স্বীকার করেন না। করুণাময় মূর্ত্তি ছাড়া অন্য কোনো মূর্ত্তিই দেখিতে চাহেন না। যশোদা যেমন মথুরার রাজ-সিংহাসনে প্রাণের দুলালকে দেখিয়া সেখানে তাঁহার অনাদর হইতেছে জানিয়া ব্যথা পাইয়াছিলেন, ভক্ত তেমনি আপনার প্রাণের ধনকে মহামহোৎসবে জনগণ কোলাহলে শতশত আয়োজনে ঐশ্বর্য্য-মত্তের গৃহে পূজার ছলে অনাদর দেখিয়া ব্যথা পান।

সখ্যভাবকে অবলম্বন করিয়া কবি কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন। নির্ম্মল সুস্বচ্ছ সখ্য ভাবের পীযূষ-সরোবরে তাহার প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। তাহার নিকট হইতে দূরে গেলে জীবনের কি দশা হয় তাহা "সখার আড়ি"তে জ্বলিতেছে। সখ্যভাবের মধ্যে কোনো সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা নাই, সখার নিকট প্রিয়কে খেলায় বারবার পরাজিত হইতে হইতেছে, সখীগণের নিকট ভৎর্সনা বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ লাভ করিয়া প্রিয়তম পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন, সখ্যসুখের মধ্যে ধরা দিয়া চিরসখা আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন।

ভগবান করুণাময়—তিনি 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু' দু'একজনকে শুধু অনুগ্রহ করিবেন এত নিষ্ঠুর তিনি নহেন। এই যে অজস্রসরল চিরশিশুদল ইহারা কি তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত? সকলেই লীলাময়ের লীলার সখাসখী। যাহারা এই নিত্যলীলাকে মায়া বা অবিদ্যা বলেন তাঁহাদের সহিত ভগবানের কি সম্পর্ক জানিনা, আমরা লীলাকেই সত্য বলিয়া জানি। এই বিশ্ববিকাশকে লীলা মনে না করিলে ইহাকে উদ্দেশ্যময় সৃষ্টি কার্য্য বলিতে হয় এবং ভগবানে অভাব অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা আরোপ করা হয়। পূর্ণের কোনো অভাব, বা কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। তাই কবি এই বিশ্বকে তাঁহার Creation না বলিয়া লীলায় Manifestation বলিতে চাহেন।

লীলার আয়োজন লীলায় বিধ্বস্ত হইয়াই সাফল্য লাভ করে। বিশ্বকে লীলার আনন্দ স্বরূপে না দেখিলে, লীলার আত্মহারা বিহ্বলতায় যাহা ছিন্ন হইবে, বিদলিত হইবে বা ভাঙ্গিবে তাহাকে নষ্টই মনে লইবে। যে লীলাকে ভ্রান্তি মনে করিবে সে কৃপণ, সে দরিদ্র, সে "অল্প হইয়া থাকে" তাহার "যাহা যায় তাহা যায়" যে লীলার মাতিতে পারিবে সে ভূমার অধিকারী, তাহার যতই যাইবে ততই সাফল্য লাভ করিবে। তাহার শাশ্বত ভাণ্ডার, আনন্দেরও তার সীমা নাই "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহার জন্য ফল, সে যদি তাহা ভোগের আগেই ছিঁড়ে, যাহার জন্য ফুল সে যদি তাহা পূজার আগেই ছিঁড়ে, যাহার জন্য বেণী বিরচন সে যদি তাহা লীলাচ্ছলে শিথিল করাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা কি নষ্ট হইল ? সত্য সত্যই তাহা সাফল্য লাভ করিল :

"সব আয়োজন সফল হলো বৃন্দাবনের বনে।" "তুমি চুরি করে' নিলে তবে সে সফল গোদোহন নবনী মন্থন" (চিরকিশোর) তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

কুলশীল-মান সব তাহাতে সমর্পণ করিয়া সাফল্য লাভ করিবার জন্য বাঁশী বারবার ডাকিতেছে। মরণ যখন হবেই তখন রাবণ অপেক্ষা রামের হাতেই ভাল। He that loseth his life for my sake shall find it. পরামিলনের পথে অনেক ছলনা লজ্জা সঙ্কোচ কুণ্ঠা। ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই পরাজিত হইবে। পদে পদে অপরাধের ভয়। অনন্তের বিরাটত্ব অমেয়তা ও Sublimity সান্তের মনে ব্যবধান সৃজন করিয়া প্রথমে ভক্তি রস সঞ্চার করে। তাহাও পরামিলনের অন্তরায়।

রায় কহে দাস্যভাব সর্ব্ব সাধ্যসার,
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।"

অনন্তের আকুল মিলনাহ্বান সান্তের মনেও তাহার নিজের বিরাটত্ব ও Sublimity জাগাইয়া তুলে,তাই ঋষিরা বলেন :—First know thyself--আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানিলে আপনাকে নীচ হীন জড় বলিয়া মনে হইবে না, আপনাকে ভুমা বা অমৃতের অধিকারী বলিয়া মনে হইবে, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ পাইবার অধিকার বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বরাগের 'পুরাকথা' স্মরণ করিয়া আপনার সেই দ্বন্দ্বদ্বিধা সংশয় সঙ্কোচের ভাব মনে আসিলে হাসি পাইবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কাম্য মিলন লাভ না করা যায়, ততক্ষণ চঞ্চলতার অন্ত নাই। প্রিয়মিলনের মাদকতায় অন্ধতাও পূর্ণ প্রেমের লক্ষণ নহে। তাহার মধ্যে দাস্যভাব গোপন আছে। তাই 'মানে' পূর্ণ মিলনের সূত্রপাত। মানের অনলে শেষ শ্যামিকা রেখা দগ্ধ হইলে পূর্ণ মিলনের অপ্রমত্ততা আসে। শেষ ব্যবধানটি টুটাইবার জন্য শ্রীমতী পৃথক হইয়া মান করিয়া বসেন। দেহই ব্যবধান, তাই দেহটিকে সরাইয়া রাখিয়া প্রাণটিকে একেবারে প্রিয়ের প্রাণের সহিত মিলানই উদ্দেশ্য। মানভঙ্গে দেহ আর ব্যবধান থাকে না, একীভূত প্রাণের দাসত্ব করিতে থাকে। দুটী জীবন আপন আপন সুখদুঃখের আস্বাদ বিনিময় করিয়া একটি জীবনের পূর্ণ অনুভূতি

লাভ করিতে চাহে। দুটী জীবন যেন একটি জীবনেরই এদিক ওদিক। রাসে এই জীবনের রূপলীলা। দ্বৈতের অদ্বৈতস্বরূপ ভুমায় প্রকট "এক পুন বহু হয়ে জাগে নিখিলে।" "রস আজি রূপে রূপে লভে উপচয়।' নবরূপোদয়ে শ্রীচৈতন্যে ব্রজমিলনের পূর্ণতা। ব্রজের ধন বিশ্বমাঝে বিতরিত।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ,
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং।

(স্বরূপগোস্বামী)

কবি বলিতেছেন—"গোকুলের প্রেমঘট হাটে করি চূর্ণ
নিখিলেরে বিলাইয়া করিলে হে পূর্ণ।'

তাই ব্রজের নীলশাড়ী বিশ্বমাঝে প্রেমের দিগ্বিজয় কেতুরূপে পূর্ণের করে উড়িতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বমাঝে প্রেম বিতরণ করিলেন। এই বিশ্বের নরনারীর মধ্যে যাহা আদিম চিরন্তন সাধারণ, সহজাত ও যাহা সমভাবে অধিকৃত আত্মার সেই রসের দিকে তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। জ্ঞানে, আভিজাত্যে বা ধনের আয়োজনে উহা বিস্তারিত হয় নাই। কারণ এ সকল মানবাত্মার আদিম, সাধারণ ও সার্ব্বজনীন উপাদান নহে। প্রেম রস বা হৃদয়ের মাধুর্য্যভাব যাহা মহামানবের শাশ্বত স্থির ও অবিসংবাদিত অধিকারের সামগ্রী, যাহা এই বিশ্বমানবের জীবন রস বা প্রাণশক্তি সেই রস ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের করুণা বিতরিত হইয়াছে। জ্ঞান মান, দম্ভ, proud philosophy, ধন ও ভোগমগ্নতা তাহা সহজে গ্রহণ করিতে চাহেনা। জড়পুঞ্জকে উহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, উহাদের চৈতন্যকে গ্রহণ করিবার পন্থা আবর্জ্জনা-সঙ্কুল হইয়া আছে। "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ" চৈতন্যতপনের সহস্র কিরণ বিশ্বমাঝে সমভাবে বিতরিত, কিন্তু 'মৃদাংচয়ে' উহার প্রতিফলন হয় না।

"জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাঞি।
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল।"

জ্ঞান-গর্ব্বান্ধ ভট্টাচার্য্যগণ নয়নে বসন বাঁধিয়া আঁধারে কাঁদিতে থাকিবে"। হায়! তারা "সুধাসাগরের তীরে বসিয়া হলাহল পান করিতেছে।" কিন্তু কবি হতাশ নহেন। তিনি বলেন "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।" তিনি বলিতেছেন ঃ—হে পূর্ণ, হে আশার তপন, পতিত পাবন, তোমার ধ্রুববাণী আজ যাহারা অবহেলা করিয়া শুনে নাই, তারা একদিন তোমার চরণের একটী কণা সেই পরমধনের জন্য দুয়ারে মস্তক লুটাইবে। "দুহাত তুলে নাচিয়া তারা বালুর ঘর ভাঙ্গিবে, অমৃত ধ্রুব মন্ত্রে লভি দীক্ষা।" এক জন্মে যে গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছে, তাহাকে পুনর্জ্জন্মে পাগলের মত ঐ মহারত্নের জন্য ধূলায় কাদায় লুটোলুটি করিতে হইবে। বিশ্বমানবের জন্য যাহা নিরূপিত ও বিতরিত, তাহা বিশ্বের সকল নর নারীকেই অনিত্যের দ্বারা বারম্বার প্রতারিত হইয়াই হউক, জন্ম জন্মান্তরের দৃশ্য পট পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক, অথবা জাগতিক ক্রমোদ্বর্ত্তনের সনাতন নিয়মানুসারেই হউক—একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। প্রহার, আঘাত ও লাঞ্ছনা লাভ করিয়াও যেজন করুণা প্রেম বিলাইতে ক্ষান্ত হয় না, তাহার চরণে জগতের জগাই মাধাইকুলের পরিশেষে লুটিয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। যে নিয়ম ধরিয়া মহামানবের সাগর তীরে এই মহামিলন ঘটিবে তাহাকে Fichte এর সহিত সমস্বরে Moral Lawই বলো, আর Hegel এর সহিত তান মিলাইয়া Logical Lawই বলো, তাহা সকল দ্বন্দ্বদ্বিধা ভেদ করিয়া জয়ী হইয়া উঠিবে।

যে পুণ্যাত্মা যুবকের নামের পুণ্যস্মৃতিতে এ গ্রন্থের উৎসর্গ, তিনি বঙ্গসাহিত্যের বিক্রমাদিত্য পরমবৈষ্ণব মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের স্বর্গগত জ্যেষ্ঠপুত্র। সপ্তবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গোবর্দ্ধনে রাধাকুণ্ডের নিকট কয়েক বৎসর হইল বসন্তকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভরসা করি, শোকসন্তপ্ত মহারাজবাহাদুর এই তরুণ ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস গীতিগুলি পাঠ করিয়া অসান্ত্বনীয় ব্যথায় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিবেন। ভগবান তাঁহাকে মহারাজ নীলধ্বজের ন্যায় হৃদয়ের বল দান করুন।

কবি, প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের কবিতা হইতে অনেক ভাষা ও ভাবাংশ গ্রহণ করিয়া যথা স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন; একই রসধারা প্রাচীন ও নবীনের মিলন ঘটায়েছে। ঐ সকল গৃহীত ভাবগুলি এতই সর্ব্বজনবিদিত ও কবিতার জীবনযন্ত্রের রসরক্তে এরূপ নিজস্বীকৃত যে সেজন্য কাহারো নিকট ঋণ স্বীকার করিতে হইবে না; পিতামহের উত্তরাধিকারের ন্যায় তাহা সহজ ও অবিসংবাদিত।

পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই ভারতবর্ষ, মানসী, মর্ম্মবাণী, বিজয়া ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেগুলি পাঠ করিয়া বঙ্গের সাহিত্য রথীগণ পত্রে ও মাসিকপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তদবলম্বনে এই ভূমিকাটি রচিত হইল। কবি যে রসানুভূতির প্রেরণায় কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, ভূমিকা লিখিয়া তাহার খর্ব্বতা সাধন করিতে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। মনীষিগণ ও ভক্তগণ নিশ্চয়ই অনেক অধিক সামগ্রী লাভ করিতে পারিবেন; তাঁহারা ভূমিকাটী পাঠ করিলে যেন ইহার কথা ভুলিয়া যান এবং আমার প্রগলভতা মার্জ্জনা করেন। আমার ধূলিধূসর ছিন্নমলিন উত্তরীয়াঞ্চলে কবির হৃদয় রত্নগুলিকে বাঁধিয়া বিশ্বে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য কি তাহা কবিই জানেন।

হাজারিবাগ।
১৩২২। দোলপৌর্ণমাসী

শ্রীশৌরীন্দ্র কুমার গুপ্ত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কলিকাতা, গুরুদাস লাইব্রেরী ও চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী,
শ্রীহেমচন্দ্র পাঠক বি, এ, ঘোড়ামারা মাদারিপুর, (ফরিদপুর)
শ্রীগিরিজা মোহন সান্যাল, এম, এ বি, এল, রাজসাহী,
শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বি, এ, উলীপুর (রঙ্গপুর)।

গ্রন্থকারের ঠিকানা ঃ—

(১) কড়ুই (বর্দ্ধমান), (২) সৈদবাদ (বহরমপুর),
(৩) উলীপুর (রঙ্গপুর)।

উৎসর্গ।

মহারাজকুমার ৺মহিমচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

গোবর্দ্ধনে।

—০—

সে দিন মাধবী নিশা ; সপ্তবিংশ দোল পৌর্ণমাসীর স্বপন,
মাধবের অঙ্গে অঙ্গে মিশাইল গোবর্দ্ধনে ফাগের মতন।
মিতালি করিল হেথা, রাধাপদ-রেণু সাথে
তার পুণ্যধূলি—
এখনো ধরিয়া আছে দ্যুলোক রাজ্যের পথে
শ্যামের অঙ্গুলি।

* * *

হৃদয়-সাগর মন্থে দেবাসুর-মহাদ্বন্দ্বে জয়ী দেবগণ
মোহন মহিমচন্দ্রে মধুর সুধার লাগি করিল হরণ।
জনক মুনীন্দ্র কণ্ঠে, জ্বলিতে লাগিল চির
শেষ-হলাহল ;
মাতা কাশীশ্বরী-বুকে ইন্দুহারা শোকসিন্ধু
করে টলমল।

* * *

অভিমন্যু-চিত্তসম ধর্ম্মক্ষেত্রে চন্দ্রজ্যোতিঃ রহিয়াছে ফুটি'
ক্ষণতরে হও ক্ষান্ত ধী—রে, ধী—রে ফেল পান্থ
অশ্রুকণা দু'টী।
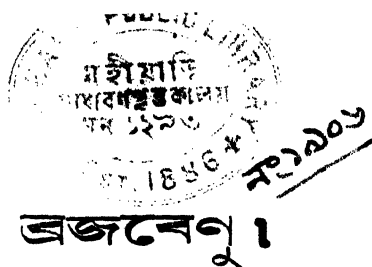
ব্রজবেণু।

চিরবন্দ্য।

(ইমন কল্যাণ)

ইন্দীবরনিন্দী আঁখি বৃন্দাবন-নন্দী।
সত্যশিব সুন্দর হে, চরণ চারু বন্দি ॥
তব—বদন কোটি ইন্দু ধরে, আকুল তার বিন্দু করে
গোকুল হৃদি সিন্ধু'পরে সতত সুধাস্যন্দী।
অন্ধজনানন্দ, প্রভু, বন্ধুজননন্দী ॥

কংসকোটি চরণে লুটে বাজালে তুমি বংশী
পাংশু মাঝে জাগায় প্রাণ সে তান শুভশংসি।
তাহে—সিংহ করী হিংসারত সখ্যে করে অংস নত,
বন্ধ হয়ে দ্বন্দ্বশত লভেগো চির সন্ধি।
চন্দ্রচূড়বন্দ্য প্রভু নন্দপুর-পুরনন্দী ॥

বিম্বাধর-চুম্বরত কম্বুগ্রীবাভঙ্গে,
কান্ত ধ্রুব, শান্ত শুভ কান্তি তব অঙ্গে।
এই—বিশ্ব তব রঙ্গভূমি নিত্যনট বিহর' তুমি
চল পদারবিন্দ চুমি' নিখিল প্রেমগন্ধী।
সন্ধ্যামেঘ-সান্দ্রশ্যাম বৃন্দারকনন্দী ॥

চির-শ্যাম।

(ছায়ানট)

তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা।
নয়নাভিরাম, তুমি তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা॥
বাজাইলে বাঁশী তাই কাণ দিয়া,
এই নিখিলের মরমে পশিয়া,
কূজনে গুঞ্জে কলতানে আজো মানবের মনোহরা।
ফাগে ফাগে তুমি খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে তাই হিল্লোল,
বাগে বাগে তাই অশোক পাটলে শোভা লালেলালকরা।
গোকুলের হৃদি করিলে হরণ,
তাই দেহে দেহে চুরি যায় মন,
তাই গেহে গেহে ঐ পায়ে পায়ে প্রেমের শিকলি পরা॥

চিরবন্দী।

চিরবন্দী শ্যাম,
আজ কোথা গোষ্ঠযাত্রা কোথা ব্রজধাম?
ধরা দিলে একদিন মূঢ় গোপ গোপীগণ মাঝে,
বন্দী হ'লে বৃন্দাবনে মনচোরা ননীচোরা সাজে,
নির্লজ্জ কপট চোর, বারবার একই অপরাধ?
সাধ করে দোষী সাজা, কহি তারে কেমনে প্রমাদ?
র'লে চিত্ত-কারাগারে সেই হ'তে তুমি অবিরাম,
চিরবন্দী হ'য়ে আছ শ্যাম।

শতেক বাঁধন,
সেই হ'তে আর তব নাহি পলায়ন,
রাখালেরা ফুলহারে, গোপগণ উত্তরীয়-বাসে,
মা যশোদা উদুখলে, গোপীগণ বাহুবল্লীপাশে,
বাঁধিল শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী লতায়,
বন্দী তুমি পত্রে পুষ্পে জলে স্থলে যথায় তথায়।
চোখে চোখে বুকে বুকে আছ বাঁধা হে নন্দ-নন্দন
লভি বন্ধু শতেক বন্ধন।

চিরবন্ধু।

ভাগ্যে তোমার নয়ক দেউল মস্ত ইমারত
যেথায় লোকের হুড়াহুড়ি ব্যস্ত সহরৎ,
তাইত মোরা নৃত্য করি তোমার আঙিনায়,
যখন খুশী দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়
ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরাণ খুলে চরণ তলে মনের কথা কই॥

ভাগ্যে তোমার নয়ক ভোগের মস্ত আয়োজন,
বইতে জিনিষ হয় না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার অর্ঘ্য আহরণের বিষম উপদ্রবে,
প্রমাদ নাহি গণে দেশের দুঃখী লোকে সবে,
চাষের চালে, ঘরের দুধে, গাছের ফল ফুলে,
যে দিন যাহা জুটে তাহা দেই গো পাদমূলে।
ভিন্ন করে আয়োজনের নাইক দাবি দাওয়া,
এক থালেতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।

তোমার গৃহে যেতে হলে পাণ্ডা প্রহরীকে
সাধ্‌তে না হয়, ঢুক্‌তে না হয় কায়দা-কানুন শিখে ॥

ভাগ্যে তোমার রাগটিও নাই দেমাক্ অভিমান,
মোদের চেয়েও অল্প পেলেও তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মারী ভয়ের দিনে তুমি ভাবো মোদের তরে
বর্ষাকালে মোদের সনে ভিজো ভাঙ্গা ঘরে।
বন্যা দিনে উপোষ কর' আমাদেরি সাথে,
মোদের সাথে জেগে রহ উৎসবেরি রাতে।
মন্ত্র কোথা? যা খুশী তাই বলেই পূজা করি,
ভাগ্যে তুমি কাঙাল ঠাকুর কাঙালেরি হরি ॥

দীনবন্ধু।

রিক্ত আমরা—নিঃস্ব আমরা—কিছুই মোদের নাই
ঠাকুর মোদের কাঙাল তাইরে ঠাকুর কাঙাল তাই।
আমাদেরি লাগি হয়েছে ভিখারী
সেজেছে নাবিক, সেজেছে দুয়ারী,
কাঙালের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছে বালিকার বেশে ছলি,
আমাদের নায়ে পার হ'য়ে পায়ে সোনা করে' গেছে চলি

মোদের ঠাকুর—সে যে আশুতোষ তুষ্ট ধুতুরা ফুলে,
ভস্মমুষ্টি দিলেও ঝুলিতে তাও হেসে লয় তুলে।
চণ্ডালে সে যে দিয়াছে গো কোল,-
কিরাতের দলে হরি হরি বোল—
মোদের জননী ফেলি হেম মণি হাতে নিয়েছিল শাঁখা,
ধূলিমাখা পায়ে বটতরু-ছায়ে তারি যে আল্‌তা আঁকা।

কাঙাল সে যে গো বন্দী হয়েছে কাঙালের বাহুপাশে,
কাঙালে বক্ষে ধরিয়া সে যে রে চক্ষের জলে ভাসে।
রাখালের দলে বাজাইল বেণু,
চরাইল সে যে কাঙালের ধেনু
গোয়ালের ঘরে বহিল পশরা, ধরিল গোপীর পায়,
আমরা তাহারে যত চাই সে যে তার বেশী মোদে' চায়।

উলুরবে তারে ডাকি গৃহমাঝে শোভি' আলিপনা দাগে
ভিক্ষার চালে নৈবেদ্যও সুধাসম তার লাগে।
কুবেরের দান জননী না চায়
জবাফুল মোরা দেই তার পায়
জ্ঞানের ডঙ্কা কোথা পাবো, পূজি' রামপ্রসাদের গানে—
সম্বল যাহা আমাদের তা' যে দেবতা ভালই জানে।

বিদুরের ক্ষুদে, শামলীর দুধে, তার ক্ষুধাতৃষা হরি'
সিনানের লাগি হৃদি-যমুনায় আঁখির কুম্ভ ভরি।
শিখীর পালক চুলে দেই গুঁজি',
তুলসী দূর্ব্বা আমাদের পুঁজি,
কিবা দিব তারে বনমালা আর গুঞ্জার রাখী বই
বুঝিনা কোথায় খুঁজিব তাহায় বাহুতে বাঁধিয়া রই।

নরোত্তম।

মানব হ'তে অনেক দূরে তোমার বাসভূমি
ভাবতে পরাণ গুম্‌রে উঠে প্রভু।

দয়ার ঠাকুর এমন নিঠুর কঠোর হ'বে তুমি
আন্‌তে মনে পারিইনা তা কভু।
হাটের শেষে ফির্‌বো যবে নদীর তট'পরে
মাঠের ধূলি মলিনতায় অঙ্গখানি ভরে'
ডাকি যদি সন্ধ্যাকালে পার করগো নেয়ে
নৌকা যদি ভিড়াও নাক তবু
ভবের মেলায় সারা বেলায় কোন্ ভরসায় চেয়ে
কেমন করে রইবো বেঁচে প্রভু ?
ওগো—মা যশোদার স্তন্যধারা বিফল কি গো হ'বে ?
বসন তিতে বইবে শুধু প্রভু ?
গিরিরাজের গৃহ কি গো আঁধার হ'য়ে রবে ?
সানাই তথা বাজবে নাক কভু ?
কে হরিবে জীবজগতের পরাণভরা ক্ষুধা
অন্নদা মা হ'য়ে যদি না দাও মুখে সুধা ?
জীবন-কুরুক্ষেত্রে যবে ধর্ম্ম টলমল্
রথের আগে নাহি বসো তবু,
দুঃখ-শোকের রক্তপাথার করলে কলকল্
কেমন করে তরবো তবে প্রভু ?
হায়—তোমার ভবব্রজের মাঠে চরবে নাক ধেনু
পাঁচন যদি না ধরো হে প্রভু
কদমতলে বাজেই নাক যদি তোমার বেণু
স্পন্দিবে কি ব্রজের হিয়া কভু ?
'ঘর্‌কে যদি বা'র না করাও, বা'র্‌কে যদি ঘর,
পর্‌কে যদি আপন প্রভু, আপনাকে গো পর',

এই জীবনের মাখন-দধি পড়্‌বে পশুর মুখে
আঁধার রাতে হরবে নাক তবু?
তরুণ হিয়ার সকল সুধা গরল হবে দুখে
পান করি' না বেড়াও যদি প্রভু?
যদি—ভিক্ষু হ'য়ে না চাও, তবে বিষন্ন বিষভার
বিশ্ব-বলির নুইবে মাথা প্রভু,
দাতা হ'য়ে না দাও যদি, একতারাটির তার
ঐ দুয়ারে বাজ্‌বে কিগো কভু?

ফুট্‌বে কি ফুল মালঞ্চে ও গাইবে কিগো পাখী?
বইবে কি আর প্রেমের নদী ফলবে কি আর শাখী?
জ্বল্‌বে না সাঁজ বাজ্‌বে না শাঁখ তোমার আঙিনায়
দেখতে তুমি পারবে তাহা তবু?
তোমার সাধের প্রমোদভবন শ্মশান হ'বে হায়,
অবহেলায়, তাই কি হ'বে প্রভু?
যদি—দুঃখ হ'য়ে দুঃখী হ'য়ে নাহি কাঁদাও কাঁদো
অশ্রুবিনা শ্মশান হবে প্রভু;
ধরা-রাণীর বক্ষখানি শ্যাম হ'য়ে না বাঁধো
শ্যামলতা জাগ্‌বে কিগো কভু?
আনন্দহার কণ্ঠে যদি না দাও আঁখি চুমি
মোদের যাহা করতে হবে করবে না তা তুমি?
তোমার খেলায় রইবো তবে কতই আশে আশে?
দিবা শেষেও আসবে নাক' তবু?
চল্‌বে নাক তোমার লীলা, মোদের বাহু পাশে
বন্দী যদি না রও তুমি প্রভু!

তিলোত্তম।

(কীর্ত্তনের সুর)।

এই বিশ্বের সব পরিজন
তোমারে করিতে পরম আপন
মনের মতন গড়িল,
তোমায়—নিভৃত অন্তরে।

হৃদয়ের রস-রক্তে গড়িয়া
স্তন্যে অন্নে মানুষ করিয়া
প্রাণের স্পন্দ দিল গো
তোমায়—জীবন মন্তরে।

বারিদ দিল গো আপন বর্ণ
ভূতল দিল গো নূপুর স্বর্ণ,
ভূষিল ভূধর আদরে
তোমায়—বিশদ চন্দনে।

অধর রচিল বিম্বলতিকা
দশন রচিল কুন্দযূথিকা
ভূষিল কানন বাঁধিয়া
তোমায়—মালিকা বন্ধনে

কণ্ঠ তোমার গড়িল শঙ্খ,
ললিত বংশীবাদন বঙ্ক,
দিল শিখীচূড়া পাখীরা
তোমায়—বিপুল গৌরবে।

সরসী সরোজে বিরচিল আঁখি,
কুঞ্জ রচিল গুঞ্জার রাখী,
দিল মৃগমদ মৃগীরা
তোমায়—মাতায়ে সৌরভে।

সিন্ধু আপন প্রাণের যত্নে,
এনে দিল নিজ শ্রেষ্ঠ রত্নে,

দিল দোলাইয়া ভূষিল
তোমার—শ্রবণ-কুণ্ডলে।

তপন তাহার কিরণনিকরে
বন্দী করিয়া রেখেছে নখরে
বিধু-সুধাভাতি গড়িল
তোমার—বদনমণ্ডলে।

কোকনদ তব পদ হ'য়ে রাজে
অলিকুল পশে মঞ্জীর মাঝে
বেড়িয়া বেড়িয়া চরণ
তোমার,—সতত গুঞ্জেরে।

শ্যামধরা তার মধুময় হিয়া
দেছে তব করে বাঁশরী করিয়া
রচিল যমুনা চিকুর—
তোমার,—লহরী পুঞ্জেরে।

সব কোমলতা সব মধুরিমা
সব রুচিরতা অখিল গরিমা

নিখিল তাহার বিতরি
তোমায়—সকল সম্পদে,

হৃদয়-বৃন্তে অশেষ যতন
ফুটায়ে তুলিল ফুলের মতন,
চির উজ্জ্বল রাখিল—
তোমায়—প্রাণের সংসদে।

বিশ্ব-অতীত বিশ্বের হ'লে
দ্যুলোকে ভূলোকে অনন্ত দোলে
চির যোগে তনু তুলিল—
তোমার—প্রেমের নন্দনে।

রূপে রসে এলে ভাবময় ছিলে,
গোলোকদেবতা গোকুলে নামিলে,
হলো বন্দনা মগ্ন—
তোমার—বদন চুম্বনে।

ধ্রুবরাখাল।

তোমার লীলার মধু নিখিলের প্রেম বিনিময়ে
করিল অমিয়,
তোমার লীলার মন্ত্র নিখিলের চিত্ত-পরিণয়ে
করিল স্বর্গীয়।
তোমার লীলার গঙ্গা মানবের মনোমলিনতা
করিল পাবন,

তোমার লীলার বন্যা মানবের আঁখি মরুভূমে
আনিল প্লাবন ।

তোমার ধূলার খেলা ক'রে দিল সব সখাভাবে
ব্রজের মিতালি,
তোমার ধূলার স্পর্শ ভূপালেরো শাসন পালনে
করিল রাখালী ;
তোমার ধূলার ভূষা দীনতারে করিল, গোপাল,
মাথার ভূষণ,
তোমার ধূলার হর্ষ ক'রে দিল প্রতি স্পন্দনেরে
আনন্দ কম্পন ।

তোমার হাসির চুমে বার বার সুপ্তি জাগরণ,
উদয়, বিলয়,
তোমার হাসির বৃষ্টি ক'রে সৃষ্টি বিচিত্র বরণে
ইন্দ্রধনুময় ।
তোমার হাসির ধূমে নিত্য এই নিখিল নিলয়ে
নবীন উৎসব ।
তোমার হাসির দৃষ্টি আনে নিত্য অন্ধকারমাঝে
উষার বৈভব ।

তোমার বাঁশীর স্বরে ঘর, বা'র, পথ, ঘাট, মাঠ,
করেছে পাগল,
তোমার বাঁশীর তানে নিখিলের চিত্ত কারাগারে
টুটাল আগল ।

তোমার বাঁশীর ডাক করে নিত্য আকুল উদাস
বিষয় ব্যসনে,
তোমার বাঁশীর বাণী ক'রে দিল সত্য সনাতন
মায়ার স্বপনে।

ধ্রুব-কিশোর।

শৈশবে শিখিনু আমি কন্দুকের ক্রীড়া
তব পাশে ধূলিমাখা সাজে
ও দু'টী চরণ ঘেরি নাচিয়া নাচিয়া
এই বিশ্ব-বৃন্দাবন মাঝে।

কৈশোরে তোমার সাথে, বনে, পথে, মাঠে
গোঠে গোঠে চরাইনু ধেনু ;
যমুনার জলে জলে খেলিনু সাঁতার,
শিখিলাম বাজাইতে বেণু।

যৌবনে রসের লীলা প্রেমের স্বপন
সেও তব প্রেম-দৌত্যকাজ,
তব দোল-ঝুলনের করি আয়োজন
রচিলাম তব প্রেম-সাজ।

আজি বৃদ্ধ গোপ আমি হে চিরকিশোর!
তুমি একই করিতেছ লীলা ;
এবে শুধু ভাবমগ্ন কাঁদি ঝর ঝর
গলে যায় হৃদয়ের শিলা।

আজো তুমি বাজাইছ সুমোহন বেণু,
অনন্তের বারতা সে আনে—
বিশ্বভরা তব দোল-ঝুলন হেরিয়া
নাচিবারে সাধ যায় প্রাণে।

আজো তুমি সেই চোর,—সাথে নাহি আমি ;
ক'রে রাখি চৌর্য্য আয়োজন ;
তুমি চুরি ক'রে নিলে তবে সে সফল
গো-দোহন,—নবনী-মন্থন।

ক্ষীণ দৃষ্টি আজি মোর, অবশ চরণ
টলে' টলে' পড়ে দেহভার ;
দাঁড়া'লে যমুনাকূলে সাঁজের আঁধারে
হে কাণ্ডারি ! করে' নিও পার।

লালাচতুর্থী।

শৈশবে জীবনে মোর ঝুলন দোলায়
দুলিয়া ছড়ালে ফুলরাশি।
ভুলায়ে রাখিয়া গেলে খেলায় ধূলায়
প্রাণকুঞ্জে বাজাইয়া বাঁশী।

যৌবনে সে রাসলীলা, রসরাজ নট,
এ জীবনে ফিরিলে চঞ্চল,
হৃদিকুঞ্জে ধরিবারে নারিনু, কপট
যুগলমূরতি অচপল।

জীবনের অপরাহ্নে ত্রিবঙ্কিম সাজে,
ধরা দিবে মিছে সেও আশা,
দ্বন্দ্বদ্বিধা সংশয়ের দোললীলা মাঝে
ফাগে দৃষ্টি হবে ভাসা-ভাসা।

তবুও ভরসা আছে একদিন তুমি
স্থির হবে জীবনের রথে,
যেদিন ছাড়িতে হবে ভব-ব্রজভূমি
অন্তহীন অজানার পথে।

গর্জ্জিবে আষাঢ়বজ্র দ্যুলোকে ভূলোকে,
তমসায় হবে একাকার,
আমার জীবন-রথ বিদ্যুৎ-আলোকে
বহি' তোমা যাবে পরপার।

জন্মাষ্টমী।

সেদিন তামসী নিশি কাঁপাইয়া দশদিশি
আপন রাক্ষসী-তৃষা করিল বিস্তার,
সেদিনো এমনি ক'রে বজ্র ছুটে ধরাপরে
একাকার যমুনার এপার ওপার
কারাগারে লৌহ দ্বারে ঝঞ্ঝা আসি ঠেলা মারে
ঝন ঝন করি যায় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া
মাঝে মাঝে কংসচর ভয়ঙ্কর দণ্ডধর,
হুঙ্কারি মথুরাপথে বেড়ায় ঘুরিয়া।

এমনো দুর্দ্দিনে স্বামী যদি নাহি এসো নামি
গোলোক ছাড়িয়া এই ত্রস্ত ধরাতলে,
এ দুঃখে সবার সহ ভাগ যদি নাহি লহ
ডুবিবে তোমার সৃষ্টি প্রলয়ের জলে।
তোমারে হেরিতে হ'লে তোমারে পাইতে কোলে
নিতে হবে শিরে পাতি এমন দুর্দ্দিন,
তোলপাড় টলমল কালো দুখ দীঘিজল
তুমি তাহে ফুটো যে গো আনন্দনলিন।
লীলাময় লীলা কর' দুখ দিয়ে দুখ হর'
শিশিরে শোভিত তব কমল-লোচন
দুইদিন ব্যথা দিয়ে আপনার করে নিয়ে
অনন্ত কালের ক্লেশ করহ মোচন।
জন্ম তব কারাগারে আবির্ভাব অন্ধকারে
আলোকিত সৌধ শিরে লভ'না জনম,
যেখানে বন্ধনভয় উপদ্রব লভে জয়
সেইখানে জাগো তুমি, হে প্রিয় পরম!
যেখানে পাষাণ-ভার কাতরতা হাহাকার
যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয় দিবারাত,
রক্ষিবারে সাধুগণে দুষ্কৃতির বিনাশনে
সেখানে সম্ভব তব ওগো দীননাথ!
গোলোক তেয়াগি স্বামী ধরাতলে এস নামি
আবার মর্ত্ত্যের হও হে মহাপুরুষ।
অবোধ কাঙ্গাল যারা স্তন্য অন্ন দিয়ে তারা
আবার তোমারে প্রভু করুক মানুষ।

দুর্দ্দণ্ড।

নিঠুর নট, কপট, শঠ, এসগো এসো ফিরে,
এ আঁখি বরাটকেরি সম হইয়াছে যে শুষ্কতম,
সরস কর—শীতল কর—আবার আঁখিনীরে।

ছিঁড়িয়া ফুল লুটিয়া ফল কাঁপায়ে তুলে যমুনাজল,
ঝাঁপায়ে পড়ি কালিয়াদহে মাতায়ে তুল’দিক্।
কাঁদায়ে সারা গোকুলটিরে উঠ গো উঁচু তরুর শিরে,
বেতসসম কাঁপিয়া চা’ক জননী অনিমিখ।

গহন ঘন আঁধার রাতে এসগো তুমি পাচনী হাতে,
ভাঙ্গিয়া হৃদিভাণ্ডগুলি প্রেমের দধি হর’;
নিত্য নব অত্যাচারে ফির গো তুমি গোপের দ্বারে,
যা’কিছু মোরা গড়িয়া তুলি চূর্ণ সবি কর।

ফিরিয়া এস নিঠুর নেয়ে মগ্নপ্রায় তরণী বেয়ে
কালিন্দীরি মধ্য জলে মোদের চলো নিয়া;
তটিনী যবে ঝঞ্ঝাময় হাসিয়া তুমি দেখাও ভয়,
জড়ায়ে তোমা ধরিব মোরা কাঁপিলে ভয়ে হিয়া।

হৃদয়হারা গোপিকাগণ এস গো এস নিদয়জন,
বিড়ম্বনা চাহে গো তারা কদম্বেরি তলে;
লুকায়ে রাখ তাদের হার, আগুলি রহ ঘরের দ্বার,
দুর্ললিত ভেটিবে তোমা দলিত আঁখি জলে।

দ্বন্দ্ব-দ্বিধা লজ্জাভয়, ব্যাকুলতা এ গোকুলময়
আনিয়া হৃদি উতলা কর অকূল পরমাদে ;
দলিয়া স্ফুটকমলহিয়া অধরে মধু লহ গো পিয়া
মৃণালগুলি লুলিত কর শিথিল অবসাদে।

কলঙ্কেরি পঙ্ক মাঝে যেন গো পাদপদ্ম রাজে
কালীয় ভোগ বিষম বিষে শাসনে দাও দুরি।
পণ্ড কর সকল শ্রম গৃহের কাজে আন'গো ভ্রম,
তোমার বাঁশী শুনিয়া যেন সকলি যায় চুরি।

ঘরের বা'র করিয়া তুমি মুদায়ে আঁখি নয়ন চুমি,
লুকাও পুনঃ ছলনা করি বেতস কাঁটা বনে,
তোমারে যেন খুঁজিয়ে ফিরে, হারায় ভূষা অঙ্গ ছিঁড়ে,
অভিমানিনী পাগলিনীরা নিতি প্রমাদ গণে।

যাহার প্রতি তোমার প্রীতি জানি গো তার বিপদনিতি,
দোলের দিনে সমরভূমি আবিরে তার গেহে ;
তোমার নখদশন-ঘায় ডরিনা, হৃদি তাই যে চায়,
সোহাগ জয় চিহ্ন তুমি আঁকিয়া দাও দেহে।

একূল তুমি চূর্ণ কর, হে শঠ মনোদুকূলহর,
নগ্ন যেন মগ্ন রয় তোমারি প্রেম জলে ;
লজ্জা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হারা, রাসের রাতে পাগল পারা
সকলি যেন সঁপিয়া দেয় নিবিড় বাহুতলে।

হে নট, শঠ, কপট চোর এসগো এস ফিরে
নীরব জড় গোকুল হায় হলো শ্মশান মরুভূপ্রায়,
হে শ্যাম, তারে শ্যামল কর আবার আঁখি নীরে।

শিবচণ্ড।

ফাগে ফাগে আর রঙে রঙে রাঙা শ্যামলাল
কিরূপ ধরেছ মরি!
শ্যাম তরুবর যেন সুন্দর সুরসাল
রাঙা ফুলে আছ ভরি।
তরুণ অরুণ হিরণ কিরণ মাখি গায়
নেচে আসিছ কি সুনীল জলধি-কিনারায়?
শ্যাম-জলধর অযুত চপলা মালিকায়
অঙ্গে আছ কি ধরি?
কুন্‌কুম্ ভাঙা রঙে রঙে রাঙা রঙলাল
একিরূপে এলে মরি।

ফুলশরে শরে কেলির সমরে নটবর,
দেহে কি শোণিত ঝরে?
আগুণ-ভুষণ ফাগুন এলেকি ভাস্বর,
আজিকে মুরতি ধরে?
ত্রিলোচনভাল-বিলোচনানল-শিখাময়
ঋতুপতি সহ রতিপতি এলে মহোদয়?

শ্যামসরোবরে যেন কোকনদ কুশেশয়
বেষ্টিত মধুকরে।
রাগে অনুরাগে ফাগরেণু উড়ে, বেণুকর,
অনুপম তনুপরে।

দিকে দিকে তব একই যে রঙ্গ-ভঙ্গিমা,
হেরি আজ জলে থলে।
পিচকারীরঙা সন্ধ্যামেঘের রক্তিমা
তব রূপে ঐ ঝলে।
অশোকে পাটলে প্রবাল মুকুলে শ্যামবন
আজিকে ফাগুনে তব রূপ ধরে অনুখন,
উৎসব নিশা-জাগর-অরুণ এ নয়ন,
তব হোলিরূপে জ্বলে।
এক সনে তব মধুরিমা আর চণ্ডিমা
রাজিতেছে জলে থলে।

সুখাপন্না।

নবমধুমাসে কুঞ্জনিবাসে শ্যাম মিলে রাধাসনে,
দুহুঁ চেয়ে রয় দুহুঁ মুখপানে অনিমিখ দরশনে,
রাধার লাজুক নীরব অধরে সুধা ঢলে লোভনীয়,
বকুলের শাখে পাপিয়াটী ডাকে "ওগো পিয়, প্রিত্ত, পিত্ত"।

কুসুমশয়নে অলস নয়নে রাধা, শ্যাম বাহুপাশে
পরিরম্ভন-চুম্বন-ব্যথা সহিয়া পিয়ারী হাসে,

লজ্জানীরবা, নখর দশন-ক্ষত সহে মুহুমুহু,
কিংশুক শাখে পিকবধূ ডাকে "কুহু কুহু উহু উহু"।

দুখধন্যা।

কুণ্ঠা কিসের বঁধু?
জ্বালা কোথায়? কুসুম রসে আগাগোড়াই মধু!
হে শ্যাম, আমার প্রাণের নাগর,
তোমার সোহাগ, তোমার আদর,
সইতে যদি না পারি ত বৃথাই নারী-প্রাণ।
সুখের কুসুম-শয্যা'পরে
মধু-রাতে শয়ন ক'রে
একটি কি না কাঁটার লাগি করব অভিমান?
আত্মহারা সোহাগ তোমার
গর্ব্বে বহি অঙ্গে আমার
প্রাণ-বসন্তে আধ্‌ফুটন্ত কিংশুকেরি দ্যুতি,
গণ্ডে ঠোঁটে দিলে এঁকে
চুম্ব, তাহার চিহ্ন রেখে
ক্ষণে ক্ষণে স্মরায় যে মোর অবশ অনুভূতি!
নিবিড় বাহু-বাঁধন-ঠাঁয়ে
অঙ্কুরিছে পুলক গায়ে,
সফল হ'ল বেণী-রচন শিথিল হ'য়ে খুলে,
ফুটাইলে অশ্রু যাহা,
কোরক-ব্যথার নীহার, আহা!
বিজয়িনীর জয়-মালিকায় মুক্তা হ'য়ে দুলে

কুণ্ঠা কেন প্রভু ?
প্রেমের জয়-চিহ্ন ধরি মলিন কে বা কভু ?

দুর্ব্বোধ।

সখি এ কেমন ধারা ?
যেজন কাঁদায়ে, সে বিনে গোকুল হয় যে পাষাণ-কারা।
যে বাঁশরী শুধু জ্বালায় হৃদয়
গৃহকাজ হ'তে মন কেড়ে লয়,
গৃহ-আঙিনায়, মনোবেদনায় যা' শুনিয়া হই সারা ;
একদিন যদি সে বাঁশরী নাহি বাজে
প্রাণ আন্‌চান্ আরো যে বেদনা মন নাহি লাগে কাজে।

যমুনার পথে ঘাটে,
কত লাঞ্ছনা করে যে নিঠুর সে জানে যে সেথা হাঁটে।
তবু কোনা দিন আসিতে যাইতে
পথে ঘাটে যদি না পাই দেখিতে,
লাজে ভয়ে আর বিড়ম্বনায় পথটি যদি না কাটে—
গৃহে ফিরে যেতে বার বার চাহি পিছে,
যমুনায় যাওয়া ব্যর্থ সে দিন, জল-আনা হয় মিছে।

দধি ক্ষীর সর ননী,
তাহার জ্বালায় রহিবে না গৃহে এমনি সে নীলমণি ;
যদি কোন দিন চুরি নাহি করে,
ক্ষীরের ভাণ্ড প'ড়ে থাকে ঘরে,
নিজ সুতে কেহ দেয় না বাঁটিয়া তায় বিষ-সম গণি,

ক্ষীর ননী সর সেদিন কারো না রুচে,
প্রভাতের সেই মনের বেদনা সারা দিনে নাহি ঘুচে।

হোলীর দিনেও ভয়,
তা'র কুঙ্কুম রঙ্ বরিষণে ইজ্জত নাহি রয়।
তবু গো সেদিন কোন গোপনারী
শ্যাম-সনে নাহি খেলি' পিচকারী,
গৃহকোণে রহি' গুমরি' গুমরি' হৃদয়ের ব্যথা সয় ?
কারো গায় যদি ফাগ নাহি ছুড়ে কালা,
সারা বরষেও যায় নাক তার সে অবহেলার জ্বালা।

দুর্ললিত।

(সাহানা)

বারণ করো তাড়ন করো শ্যাম আমাদের কই বা শোনে ?
শুধু সে—বাজায় বাঁশী হাসি হাসি নেচে নেচে অন্য মনে।
কপট শঠের সেই আচরণ,
ব্যর্থ যে হয় কর্‌লে বারণ,
কে স'বে তার নিত্য নূতন অত্যাচার এ বৃন্দাবনে ?
রাতেও তারো ঘুম কিরে নাই বাজায় বেণু তমালতলে,
তার বাঁশরী কেড়ে নিয়ে ফেলে দিব দহের জলে।
এমন দিনটি নাইক অরে,
যায় না চুরি ঘরে ঘরে,
কেমন করে' মাখন সরে রক্ষা করে জনে জনে।
দুর হ'তে তার ঢিলের ঘায়ে কাঁখের কলস ভেঙ্গে ফেলা,
যেই ঘাটে নায় গোপের বালা, সেই ঘাটে তার সাঁতার খেলা

শাওন আঘন ফাগুন রাতে
পূর্ণিমাতে মাতায় মাতে
গোপের নারী হায়রে তা'তে কেমনে রয় ঘরের কোণে॥
বনের পশু গর্জ্জে ভীষণ সর্প ঘুরে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ডাকাত শ্যামের শঙ্কা কোথায় বেড়ায় ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে,
শাসন করার বিপদ কত
মলিন আনন করলে নত,
দেখলে চোখে এক ফোটাজল গোষ্ঠী গোকুল প্রমাদ গণে।

দুর্দ্দিনে।

আজকে প্রভু ঘন মেঘের দিনে
ভাল করে নিলাম তোমা' চিনে,
আজ মনে হয় তোমার প্রেম বিনে
কেমন ক'রে রইর ব্রজধামে,

আজ যেন গো আড়াল রচে সবে
লজ্জা ভয়ের মিথ্যা উপদ্রবে
চিত্ত আজি শঙ্কিত না রবে
চারি দিকে আঁধার ঘেরি নামে।

কোথা হ'তে ডাকলে বেণুতানে
চোখ না দেখুক চিত্ত তা ত জানে,
চক্ষু বুজে হস্ত দু'টীর টানে
বুকের পরে নিলাম তোমা খুঁজি;

পুরন্দরের তোরণ ভেঙে হাঁকি,
বজ্র চলে, ঝঞ্ঝা ভাঙ্গে শাখী
আজকে তোমার চরণ তলে রাখি,
আঁধার রাতে যা কিছু মোর পুঁজি

এপার ওপার কালিন্দীরি ধার
আঁধার মেঘে আজকে একাকার
মরণ নদীর একূল ওকূল আর
ভিন্ন যে গো মনে নাহি ধরে।

একূল শুনি, ভয় ভাবনার ঠাঁই
ও কূলেতে নিন্দা জ্বালা নাই
একূল ওকূল আজকে একাযাই
বিদ্যুতেরি মালা বদল ক'রে।

আজকে প্রিয় ঘন মেঘের ঘোরে
চিত্ত আমার আবেশে যার ভ'রে,
বক্ষে পেয়ে আঁধার রাতের চোরে
গোকুল আজি হলো গোলোকধাম,

মেঘের আঁধার এমনি হ'লে পরে
বক্ষে যদি পাইগো নটবরে
তাতেই যেন জীবন আমার ভরে
আলোর আমি করবনাক নাম।

সে বিনে।

(মল্লার)

সে বিনে এদিনে কেমনে চলিবে আর ?
নাহি—গৃহে গুরুজন　　পথে পুরজন,
নিরজন চারিধার ॥
গগনে দামিনী ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
গৃহ হ'তে পথ দেখাইছে দূরে
সুনীল নিচোলে　　কি কাজ ? তনুটি
আবরিবে আঁধিয়ার ॥
গুরু গুরু বাজে　　মেঘের মৃদং
দুরু দুরু করে বুক,
উড়্ উড়্ করে　　পরাণ আমার
দুরুযোগে বড় সুখ।
আর্দ্র বনের আঁধার ঘোরালো,
আরামের গৃহ হতে সে যে ভালো,
ঝাঁপ দিতে ভরা　　শ্যাম সরোবরে
বাঁশী ডাকে বারেবার ॥

—— ০ ——

বরষাবরণ।

আবার আসিল শ্যাম বুঝি শুভ লগনে
দিক্ শেষে ভাতি তার জাগে বুঝি গগনে।
যমুনার কূলে কূলে　　ফুটায়ে কদমফুলে,
বেণুবনে সমীরণে বাঁশী বাজে সঘনে
ফিরিয়া আসিল শ্যাম বুঝি শুভ লগনে।

জাগে তার শিখিচূড়া ঐ রামধনুতে,
বকুল-কুটজমালা দুলে তার তনুতে,
মধুমাখা দুটী করে বাঁশীটী পিছলি পড়ে,
পুনঃ ধরে মাজি হাত কেতকীর রেণুতে,
রাধা রাধা বাজে বাঁশী ঘন বন-বেণুতে।

ঐ রে তমাল-ডালে মাতিল কি দোলনে?
তড়িতের পিচকারী লালে লাল রঙনে।
গোঠশেষে শাদা মেঘে ধেনুগুলি আছে জেগে,
রাখালেরা বসি ঐ ঘন তৃণ-শয়নে
অনিমিখে চেয়ে দেখে কিবা মীন-নয়নে।

আবার গোকুলে এস শ্যামরায় ফিরিয়া,
গোপিকারা গাবে গান তব তনু ঘিরিয়া,
এস গোঠে, এস মাঠে এস ফিরি বন-বাটে,
যমুনা দু'কূলে এস পীতধটি পরিয়া
লহরী-লীলায় নাচি' এস এস ফিরিয়া।

রাধিকার দাহ হরি' সুশীতল পরশে,
প্রেমনীরে ভরি দাও তার হৃদি-কলসে,
বিরহ-অনল-জ্বালা, জুড়াও, নিভাও কালা,
অভিসারে গুরু গুরু বুকভরা হরষে;
সুনীল নিচোল পরি' তেয়াগিবে গৃহ সে।

আতুরী দাতুরী ডাকে কিঙ্কিনী-ঘুঙুরে,
কুঞ্জে ফিরিয়া এস ঝিল্লীর নূপুরে।
নাচাইয়া ময়ূরীরে আঁচলা দোলায়ে ধীরে,
নটবর এস ফিরে জী'য়ে লতা তরুরে
শুষ্ক ধরারে ভরি সুশীতলে—মধুরে।

ঝুলন-মিলন

(পরজ)

শাখীশাখে বাঁধিয়াছি ঝুলনা।
এসো নাহি হতে সাঁঝ বেণুকরে নটরাজ,
শুভ অবসর আজ ভুলনা॥

তুলিছে যমুনা ঐ কূলে কূলে পুলকে,
দামিনী তুলিছে হাসি স্বর্লোকে ভুলোকে,
বিধাতার পাদপীঠে বাঁধা রশি গীঁঠে গীঁঠে,
এ ভুবন হলো মিঠে দোলনা।
দোতুল যামিনী আজি ভুলনা॥

ময়ূর তুলিছে তার মেলি' চারু পাখাটি,
হেলে তুলে মাধবীরে চুমে নীপ শাখাটি
ঘুরে অলি ফুলে ফুলে বুলে বুলে তুলে তুলে,
এ লীলার কোথা মিলে, তুলনা।
আজি মধু মিলনেরে ভুলনা॥

পূর্ণশশীরে ঐ নভ'পরে আবরি
শ্যাম জলধর তুলে হাসি হাসি আ মরি!

দুল' তুমি এরি মত রাধাসহ অবিরত
চুমা খেয়ে করে শত ছলনা।
অজিকার শুভখণ ভুলনা।

গৃহে গৃহে প্রাণ দুলে দ্বিধা হৃদে ধরিয়া,
বনে আর গৃহকোণে আনাগোনা করিয়া।
টলে ঋষি বনপথে, দুলে রথী রথে রথে
টলে আজি গৃহ হ'তে ললনা।
আজি কার নিশি শ্যাম ভুলনা।

প্রবঞ্চনা।

কুঞ্জে আসিবে বলে দিয়াছিলে ভরসা,
মানিনিক আঁধিয়ার মানিনিক বরষা।
অবিরল বরষণ ভিজাইছে এ বসন,
কাঁপিয়াছে তনুলতা ধারাশীত-পরশা
কুঞ্জে আসিবে ব'লে মিছে দিলে ভরসা।

লাক্ষা গিয়াছে পায় পথজলে মুছিয়া,
ভক্তি রচনা দেহে গেছে সব ঘুচিয়া।
কবরী ভিজিয়া গিয়া পিঠে দুলে আলুলিয়া,
নূপুর হারায়ে গেছে দেখিনিক খুঁজিয়া
লাক্ষা গিয়াছে, যাক,—পথজলে মুছিয়া।

যার লাগি আয়োজন সে যখন এলনা,
যাক সবি দূরে যাক নাহি তাহে বেদনা,

এলেনাক আশা দিয়া তাহে ফেটে যায় হিয়া
তব শঠতার শঠ নাহি হেরি তুলনা।
অবলা লইয়া তব যত ক্রূর ছলনা।

এ বানীর-লতা-গৃহে সারা নিশি জাগিয়া
দুরুদুরু বুকে আছি দরশন মাগিয়া,
খগ মৃগ বিচরণে চাহি সচকিত মনে,
দেহ-প্রাণ শ্রুতিময় হায় তোমা লাগিয়া
অসহায়া নারী মোরা সারানিশি জাগিয়া।

কীচকবনের তানে ভাবিয়াছি মুরলী,
ময়ূয়েরে তুমি বলি ভুলাইল বিজলী,
কতবার ক্ষণতরে হরষিত অন্তরে
আগাইয়া যেতে ব্যথা উঠিয়াছে উছলি;
নির্ব্বাণ আগে দীপ উঠে যথা উজলি।

স্মর' দেখি একবার আঁধিয়ার রজনী
শ্বাপদমুখরা শত আপদের জননী।
স্মর দেখি ঘনবন ভীম মেঘগরজন
দস্যু ও হয় নাক সাহসিক এমনি,
তুলিলে পিশাচী করি! ছিঃ, ছিঃ, মোরা রমণী।

ঝিল্লীদাদুরীগণ টিট্‌কারী বরষে,
ফুল শেযে ফুলগুলি বেদনায় ঝলসে।
চরণ ভাঙ্গিয়া পড়ে কেমনে ফিরিব ঘরে
ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব মণিহার উরসে,
অভিমানে ফাটে বুক যার বিষ-পরশে।

সেজে গুঁজে যাই যবে করি মনে ভরসা
হতাশায় পিয়াসায় কর তুমি বিবশা।
দানবেশে নানাকাজে রহি যবে গৃহমাঝে
ত্বরিত তড়িৎ বৎ ডাক দাও সহসা,
আশার ডাকেও তাই নাহি হয় ভরসা।

তোমার ডাকের কিছু নাহি ঠিক ঠিকানা
খেয়ালী ভাবের তব নাহি পাই সীমানা
কখন আসনা আর কখন যে আস' তার
জানিবার জানাবার নাহি কোন নিশানা,
বিপরীত রীতি তব আমাদের অজানা।

বিড়ম্বনা।

(ঝিঁঝিট খেমটা)

শ্যামের যে সব বিপরীত বুঝবো মোরা কেমন করে ?
ধরতে গেলে পলায় সে যে তাড়াইলে কণ্ঠ ধরে'
করলে শাসন উড়ায় হাসি,
কাণের কাছে বাজায় বাঁশী,
আদর দিলে চুলের মুঠি ধরে সে যে মাথায় চড়ে॥
দিতে গেলে মাখন ননী
খাবেই নাক সে নীলমণি,
আঁধারে রাতে ভাঁড়টি ভেঙে গোপনে সে আনবে হরে'।

দুপুর বেলায় তমালতলে
ঘুমাবে সে দুর্ব্বাদলে
রাত্রি হলে' নিদ্রাবিহীন ঘুরবে সে যে বন্‌বাদরে।
যখন সবার স্নানের বেলা
করবে তখন মাঠের খেলা,
বৈকালে সে ডুবে ডুবে গোপীর কলস দিবে ভ'রে ॥
পাগল হ'য়ে ধাইলে প্রিয়া
লুকাবে তায় প্রবঞ্চিয়া
মুখ ফিরালে ভাঙাবে মান চরণ ধরি বাহুর ডোরে ॥

দুঃশাসন।

মোদের শ্যামের দৌরাত্ম্য বাড়ছে দিনে দিনে,
অত্যাচারে কংসাসুরেও উঠছে সে যে জিনে
কিন্তু তারে শাসন করে কে ?
গোকুল মাঝে কেবা বুকে পাষাণ বেঁধেছে।
তাহার চোখে যুটে যদি একটী কণা জল,
অশ্রুবানে গোটা গোকুল করবে টলমল।

সন্ধ্যাবেলায় কদমতলায় ঘাটের পথ-পাশে,
গোপীগণের বিড়ম্বনা নিঠুর পরিহাসে
কিন্তু তারে বারণ করে কে ?
বৃন্দাবনের সকল আলোক হরণ করে কে ?
মলিন বয়ান কাতর নয়ান একটু যদি নমে,
অমারাতির গহন আঁধার সবার বুকে জমে।

পূর্ণিমাতে সারা রাতি মাতবে নীপবনে,
গৃহের বাহির করে সে যে সকল গোপীজনে,
কটু কথা বল্‌বে তারে কে ?
এই গোকুলে কণ্ঠে কেবা গরল ধরেছে ?
অভিমানে লুকায় যদি গভীর বন মাঝে,
গোটা গোকুল ছুটবে বনে ফেলি সকল কাজে।

ক্ষীর ননী সর করেছে চুরি নিত্যি অবিরল,
পূজার আগে কুসুম ছিঁড়ে ভোগের আগে ফল,
কিন্তু ওগো তাহে হ'বে কি ?
সাধ ক'রে কি গোটা গোকুল রইবে উপোষী ?
রাগ ক'রে সে না খেলে যে সেদিন বাড়ী বাড়ী
দুগ্ধদোহন বন্ধ হ'বে, উনুন'পরে হাঁড়ী।

রাগ করে সে উঠেই যদি তরুর উঁচু শিরে,
সারাটি দিন সাঁতার খেলে দহের গভীর নীরে,
গোকুল মাঝে তখন হ'বে কি ?
দুয়ার খোলা রইবে পড়ি, ছুট্‌বে গোপের ঝি।
বৃন্দাবনের নরনারী যুক্ত ক'রে কর
বলবে কেঁদে "চপল কিশোর এস বুকের পর।"

গোপগণের হৃদয়—সে যে চঞ্চলতাময়,
গোপীগণের নয়ন-তারা চপল অতিশয়
দু'পল যদি চুপটি করে সে ;

বৃন্দাবনের স্পন্দ হিয়ায় বন্ধ হ'বে যে;
অন্ধ হবে নয়নগুলি অশ্রুজলে ভরা
বিষাদ পাতার আবরণে লুপ্ত হ'বে ধরা;
তাই বলি তায় শাসন করে কে?
ক'রতে শাসন তিতে বসন নয়ন-সলিলে।

হারাধন।

আজকে শ্যামে যায়না খুঁজে পাওয়া,
বৃন্দাবনে বন্ধ হলো নাওয়া, খাওয়া, দাওয়া।
বাক্স খোলা রইল পড়ে' সকল গোপিকার,
মেজের উপর সোণার বলয় সূত্র-ছেঁড়া হার।
উনুন'পরে রইল হাঁড়ি, বাসন আঙিনায়,
রান্নাঘরে কুকুর ঢুকে অন্নখেয়ে যায়।
রইল পড়ে মথনদণ্ড থাক্‌লো মাখন তোলা,
বিড়ালে সব লুটে খেল, ক্ষীরের ঢাকন খোলা,
কল্‌সী কারো পথের'পরে, ভাসছে কারো জলে,
এদিক ওদিক গোপাঙ্গনা ছুট্‌ল দলে দলে।
মা যশোদা হতাশ হয়ে কাঁকন ভাঙে ভালে,
অগ্নি প্রবেশ জন্য রাধা শ্মশানচিতা জ্বালে।

নন্দপুরে পড়লো হাহাকার,
প্রহর কয়েক শ্যামের দেখা যায়নি পাওয়া আর
দুগ্ধ দোহন রইলো পড়ে ভাণ্ড গড়াগড়ি,
গোয়ালঘরে গাভীর বাঁটে দুধের ছড়াছড়ি।

চালকহারা বালক ছুটে পালক হারা ধেনু,
ধূলায় লুটে গোষ্ঠের সাজ পাঁচনি আর বেণু।
বসেনি হাট বটের তলে নাইক কৃষক মাঠে,
খেয়াতরী বয়না নেয়ে কালিন্দীরি ঘাটে।
একটি বেলা শ্যামের দেখা পায়নি কোনোজন,
শ্মশান হ'তে চল্লো তাতেই সোণার বৃন্দাবন।
এ শ্যাম যদি গোকুলছেড়ে কোথাও চলে যায়,
কি হবে তায় ভাব্‌তে হৃদয় শিউরে ফেটে যায়।

ভ্রম-বিমোচন।

তোমরা কি বল' অর্থ পাইনা খুঁজি'
আমরা গোয়াল অবোধ সরল এ'র বেশী নাহি বুঝি।
কানু হ'ল রাজা তোমরা কিযে গো বল',
আমরা বুঝিনা কেমন করিয়া হ'ল,
বেণু বাজাইল ধেনু চরাইল,—রেণু উড়াইয়া মাঠে,
নীপতরু হ'তে ঝাঁপায়ে'পড়িল যমুনার ঘাটে ঘাটে ;—
রাজার বুদ্ধি কোথা হ'তে তা'র হ'বে,
গোয়ালের ছেলে মুকুট ধরেছে কবে ?

আবার বলিছ যুদ্ধ করেছে সে,
এবার কিন্তু কথা শুনে' হায় বড় হাসি পায় যে।
ননীর পুতুল করে তুল-তুল দেহ,
কেঁদে ফেলে সে যে বলিলে কিছুবা কেহ ;

গোঠের রৌদ্রে পাঁচনি বাঁশরী আলসে খসিয়া পড়ে,
রাগ সে জানে না, দোষ করিলে যে আমাদেরি হাতে ধরে।
ধনুক ধরিয়া যুদ্ধ করিবে সে,
একথা গোকুলে বিশ্বাস করে কে ?

বলিতেছ সে গো ধর্ম্মের অবতার !
এ'কথা শুনে'ও হ'ল আমাদের হাসি চেপে রাখা ভার।
চোর, লম্পট কপটের চূড়ামণি,
ধার্ম্মিক হ'ল চাটু শঠতার খনি !
শুধু রাত দিন সামাল সামাল তা'র ভয়ে ঘরদ্বার,
কদমতলার যমুনা-ঘাটের তা'র সেই ব্যবহার !
সে যদি তোমার ধর্ম্মের ধ্বজা ধরে,
কি বিপদ তবে হবে বল' ঘরে ঘরে।

জ্ঞানী বলে' খ্যাতি লভিয়াছে বুঝি সে,
গোয়ালের ছেলে হ'ল জ্ঞানবান্ বিশ্বাস করে কে ?
গোয়ালের দেশে লেখা পড়া কেবা জানে ?
বিদ্যে যা কিছু মোহন বেণুর গানে !
সারাদিন মাঠে, বৈকালে ঘাটে সন্ধ্যায় বাটে বাটে !
জানি না কখন গোপনন্দন নিয়োজিল মন পাঠে !
দু'পলের লাগি' ভাবিতেও নাহি জানে,
সে আবার জ্ঞানী, মন তা' কেমনে মানে ?

দ্বন্দ্বনিরসন।

"অসি ও কিরীট ধরি'
মহীর শাসন করেছে কৃষ্ণ সিংহাসনের' পরি।"

* * * *

"মহী কা'রে বলো, অহির শাসন করেছে তা' আছে মনে।
সিংহাসনেত নহে তবে বটে কালীয়ের ফণাসনে,
দেখিতে ভুলেছ অসি নহে সেটা, বাঁশী বটে প্রাণচোরা
কিরীট বলিবে বলগে তোমরা, শিখিচূড়া কই মোরা"।

"রক্ত-প্রবাহ মাঝে
শিশুপাল সহ যুঝিলেন তিনি বীরকেশরীর সাজে"

* * * *

"সেটা একরূপ যুদ্ধ বই কি ?—রক্ত নয়ত, রঙ্!
হোলীর দিনে সে পিচকারী খেলা ? যুদ্ধেরি মত ঢঙ্।
শিশুপাল নহে পশুপাল বল—গোপালগণের সহ
বীর কেশবের ফাগ-কুঙ্কুম—কেলি-রণ তাহে কহ।"

"কুরুক্ষেত্র' পরে
রথের রশ্মি ধরিলেন প্রভু ধর্ম্মের জয় তরে।"

* * * *

"রথের রশ্মি কোথা পেলে, তবে তরীর কর্ণ বটে,
নর্ম্মের লাগি বাহিলেন তরী যমুনার তটে তটে ;
কুরুক্ষেত্র,—সে কেমন কথা ? মথুরার পার-ঘাটে
পার হ'য়ে যেত গোপ-গোপী যত দুধ বেচিবারে হাটে।"

"বিজয়-রক্ত-কেতু
"রথের উপর গাহিলেন গীতা ভূভার হরণ হেতু।"

*　　*　　*　　*

রথ নয় সে ত ঝুলন দোলায়, গীতা নয় সে ত, গীত—
পতাকার কথা বলিতেছ যাহা, রক্ত নহেত, পীত।
'ভূভার হরণ'? আজগুবী কথা পেলে তুমি কোন্ খানে?
গোপীজন মনোহরণের লাগি' গাহিলেন বেণু তানে।"

মিথ্যা অপবাদ।

ভাই,—আমার কানুরে রণজয়ী বলো কেন?
বলো যে মোহন ললিত পেলব মূরতি হেরনি হেন!
মদনমোহন রূপে যে অতুল
বল এই কথা, হবেনাক ভুল।
নবঘনশ্যাম কমললোচন, শান্ত মধুর ছাঁদে
অগণনজনমনোজয়ী সে যে, জিনিয়াছে বটে চাঁদে।
মূরতি স্মরিতে নয়নে সলিল ছুটে,
অন্তর মম শ্যাম-প্রান্তরে লুটে।

ভাই,—আমার কানুরে জ্ঞানবীর বলে কে হে?
অবোধ সে যে গো, নহিলে রহিবে কেন অবোধের গেহে?
বলো সে বরং প্রেমের পাগল
প্রেমে সে বাঁধিল রাখালের দল,
প্রেমে সে ফেলিল নয়নের জল, প্রেমে তা'র পায় ধরা
সারা গোকুলের প্রতি ধূলিকণা তা'রি চুমা-রসে ভরা!

আমার কানুরে জ্ঞানী বলিতেছ কা'রা ?
প্রেমে সে বরং একেবারে জ্ঞান হারা।

ভাই—কেন বলো কানু চাহে তপ-আচরণ ?
বল' সে বরং গরীবের ঘরে কুড়াইয়া-পাওয়া-ধন।
আপনি আসিয়া কণ্ঠ জড়ায়,
বুকে পড়ি সে যে চুম্বন চায় ;
হৃদের বোঁটায় আপনি ফুটে সে নীল শতদল সম ;
ক্ষীর ননী দিলে খেলিয়া বেড়া'বে গৃহ-আঙিনায় মম।
কানুরে পাইতে তপ লাগে, কথা হেন
তোমরা বলিলে আমরা শুনিব কেন ?

ভাই,—আমাদের কানু রাজা হ'তে কোথা যাবে ?
ভিখারী রাখাল, কাঙাল দুলাল, বলো তা'রে, শোভা পাবে।
লুটে পুটে খায় দুয়ারে দুয়ারে,
এটা ওটা চায় ইহারে উহারে,
ধড়ায় চূড়ায় লতায় পাতায় কুসুমে রহে সে সাজি
বৃন্দাবনের যুবরাজ বলো, তাহাতে আছি গো রাজি।
রাজা হ'তে যাবে অন্য কোন্ সে দেশে,
অবোধ সরল ব্রজ-রাখালের বেশে ?

তুচ্ছ অপরাধ। (বিভাস)।

তোমরা দেখি চাওনা কিছু আমার কানুর নিন্দা পেলে।
কি দোষ বলো দারুণ রকম করতে পারে দুধের ছেলে।
খেয়েছে সে মাখন দধি,
তার লাগি ক্ষোভ এতই যদি,
হাতে দিয়ে বাঁধন দড়ি ধরে' তাহায় দাওগে জেলে।
দুদিন যদি ঘর হতে তায়
বাহির হতে না-ই দেওয়া যায়,
সাধতে কেন আবার আসো কাতর হয়ে সবাই—মেলে?
ভেঙেছে সে মাটির কলস
তাহার লাগি কি অপযশ?
দশটা আমি কিনেই দিব না হয় হাটের সময় এলে।
ছিঁড়েছে ফল ছিঁড়েছে ফুল,
গাছেরই ত? কেন ব্যাকুল?
মণিমাণিক দেয়নি সেত যমুনারি জলে ফেলে?
সিঁধ কাটেনি করেনি খুন
ঘরে কারো—দেয়নি আগুণ
একগুণেরে কর' ত্রিগুণ—বিঁধেছে কি শূলে শেলে?
দোষের মধ্যে বাজায় বাঁশী
মুখে লেগেই আছে হাসি,
গোপীজনের স্নানের ঘাটে নদীর জলে সাঁতার খেলে।
দোল ঝুলনে মাতায় মাতে
এতই বা কি নালিশ তাতে?
তা'হলে বোন্ সাম্‌লে রাখ' আপন আপন বৌঝি ছেলে।

মায়ের প্রাণ।

(মথুরায়)

বাছা, তোর দশা এরূপ করিল
কে ?
মনে হয় যেন জাদুরে আমার
যাদু কে করেছে রে !
ছলে বলে তোরে বন্দী করিয়া এখানে আনেনিতো ?
কি করিবে মোর বাছারে লইয়া কিছুই বুঝিনাকো !
কেন বাবা তুই সেজেছিস্ বল পরের-দেওয়া এ বেশে ?
গোয়ালার ছেলে ফিরে চ' গোকুলে, ফিরে চ' নিজের দেশে।

* * *

হাতে ওটা কিরে ? কোমরে কি ঝুলে ? মাথায় বা ওটা কি ?—
আয়, বুকে আয়, বাছারে আমার ফেলে দে ও সাজ—ছি !

* * *

আমার বাছারে এমন করিয়া
কে—
পর-দেশী সাজ পরায়ে আজিকে
পর করে' নিল রে ?
পর ধড়া চূড়া দাঁড়ারে আবার ভুবন-মোহন সাজে,
দুধে ধোয়া তোর মুখখানি রাখ্ মায়ের বক্ষ মাঝে।

* * *

ফেলে এসেছিলি বাঁশীটি, এনেছি
নে ;

পায়ের নূপুর,   হাতের পাচনি
সঙ্গে এনেছি যে;
বনফুলহার এনেছি গাঁথিয়া গলায় পরায়ে দি'
চন্দন দিয়ে তিলক কাটিয়ে বদনের চুমা নি'।
রাখী পর হাতে গুঞ্জাফলের, কোমরে ঘুঙুর পর,
কাণে পর দু'টী বিকচ কদম, শিখিচূড়া শিরে ধর।
রক্ত কমলে   রাখ্ বাপ দু'টী
পা,
ও কচি চরণে   শক্ত শিলার
ব্যথা যে সহিবে না।

*   *   *

ভার হ'য়ে আছে   শুকানো মু'খানি
যে—
এরা বুঝি তোরে   ধেনু চরাইতে,
খেলিতে দেয়নি রে?
চোখ-দুটী ম্লান, ক্ষুধা-ম্রিয়মান, খেতে কিছু দেয় নি'
আঁচলে ঢাকিয়া এনেছি নবনী আয় রে খাওয়ায়ে দি'!
ওরে চঞ্চল, তোরে অচপল বসায়ে রেখেছে ঠায়,
তমালের ডালে ঝুলনে না দুলে কেমনে আছিস্ হায়?
গোঠে যেতে চাস্, ক্ষুধা পায় তোর হ'তে না হতেই ভোর,—
শিরে চুমা দিয়ে না বুলালে কর ঘুম যে আসে না তোর!
বন-পাখী তুই   কেমনে বাঁচিবি
বল্
মণির খাঁচায়,   সোনার শিকলে
বাঁধা থাকি অবিরল!

সখার প্রাণ।

সুখের কৃষ্ণ, দুখের কৃষ্ণ, বুকের কৃষ্ণ সে;
দীনের কৃষ্ণ, হীনের কৃষ্ণ, মূঢ়ের কৃষ্ণ রে!
জ্ঞানগুণহীন আমি রে বাউল
ত'ার লাগি নাহি রচিব দেউল;
পূজা-আয়োজন সাধ্য-সাধন করিব না কিছু যে।
আমার বন্ধু, আমার মিত্র, প্রাণসহচর সে।

তপ-আচরণ করিব না আমি ত'ার কৃপা-অভিলাষে,
একেবারে ছুটে বক্ষে জড়াব হৃদয়ের বাহুপাশে;
গলে দিব ত'ার বনফুলহার,
গুঞ্জার রাখী দিব হাতে ত'ার
শিখিচূড়া তায় দিব পরাইয়া খসিয়া পড়িলে রে!
আমার কৃষ্ণ, প্রাণের কৃষ্ণ, লীলাসহচর সে।

উদ্দেশে তা'র ফুলচন্দন রচিব কি উপহার?
কনকপাত্রে সাজাইয়া ভোগ বেদীপাশে দিব তা'র?
চিবুক তাহার হাতে করে' ধরি'
আঁকিব তিলক গণ্ডের'পরি
শুনিব না মানা, ক্ষীর ননী ছানা মুখে দিব তার পূরে।
রাগ যে জানে না' ছাড়ি' স্নেহপাশ পলাবে সে কোথা দূরে?

প্রহরীর কাছে প্রবেশ যে মাগে সে দলের আমি নই;
তা'র সনে আমি করি রসিকতা কাণে কাণে কথা কই।

জানি না'ক আমি বন্দনাগান
চাটুবাণী আর অর্ঘ্য প্রদান
প্রয়োজন হ'লে করি অভিমান, ভর্ৎসনা করি তা'য় ;
মুখের উপর উচিত বলিব, তাহে কিবা আসে যায় ?

কেড়ে লই তা'র গোঠের পাচনি, ঠেলে দি যমুনাজলে ;
চুরি করি' তা'র মোহন বাঁশরী লুকাই তমালতলে ;
চোখ টি'পে ধরি পিছু হ'তে তা'র,
দেই না জবাব সকল কথার,
উৎসব-দিনে দোল দেই তাই বৃক্ষে ঝুলনা বাঁধি' ,
দুঃখের দিনে চক্ষুর জলে গলা ধরে' তা'র কাঁদি।

দোলের দিবসে পায়ে দিয়ে ফাগ প্রণমিব কিগো পায় ?
কুঙ্কুম রেণু রঙের খেলায় ভূত সাজাইব তায় ?
ঘাটে ব'সে সে কি বাঁশরী বাজা'বে ?
ক্ষমিব না যদি গোঠে নাহি যাবে,
ঋণ রেখে' সে গো কোথায় পলা'বে খেলায় হারিয়া রে ?
হৃদের কৃষ্ণ, সাধের কৃষ্ণ, দুখের কৃষ্ণ সে।

আয় রে কৃষ্ণ, আয়রে বন্ধু, আয় রে মোদের মাঝে,
দাঁড়া একবার বঙ্কিমঠামে নব-নটবর-সাজে ;
তুই বিনা যে রে সকলি আঁধার,
মোদের গোকুল যায় ছারে-খার
তুই ছাড়া সবি অলস অবশ, রুচে না অন্নজল ;
হারাই পাঁচনি চোখের জলে যে, বাহুতে নাহিক বল।

জানিস ত, ভাই, ধারি নাক মোরা জ্ঞানগরিমার ধার ;
তুই আমাদের প্রাণের পুতুল এই বুঝিয়াছি সার ;
আয় রে রাখাল, নন্দদুলাল,
কাঙালের বঁধু, আয় রে কাঙাল
গোঠের বেলা যে বয়ে যায়, ভাই, ধড়াটি পরায়ে দি,
বাহুহার দিয়ে কণ্ঠ জড়ায়ে বদনের চুমা নি।

সখার আড়ি।

তোর সাথে ভাই করেছি যে আমি আড়ি,
দেখিলে যে তোরে মুখ খানি করি ভারি,
অন্য পথে যে যাই চ'লে তাড়াতাড়ি
পাছে তোর সনে দেখা হয় মুখোমুখি,
যাই নাক আর যশোদা মায়ের ঘরে
প্রভাতে ডাকিতে গোষ্ঠে যাবার তরে
দেইনাক যোগ রাগ অভিমান ভরে
গোঠের খেলায় দূর হতে দেই উঁকি।
তোর বেণু শুনে যাইনাক তোর পাশে
যমুনায় জল-বিহারের অভিলাষে ;
কথা কহেছিস কতবার পরিহাসে
জবাব না দিয়ে ফিরায়ে নিয়াছি আঁখি
ফেটে যায় বুক মুখে কিছু নাহি বলি'
গুমরি গুমরি মনের আগুনে জ্বলি'
থাকি থাকি ক্ষোভে আঁখি উঠে ছল ছলি'
দোল এলো আর কেমন করিয়া থাকি।

দেখিলাম আমি তুই ছাড়া একপল
এ জীবন হয় যুগব্যাপী দাবানল
শয়ন ভোজন, বন মাঠ গৃহতল
　　কোনখানে নাই সুখ বিন্দুটি ভাই।
আপনার গড়া নিগড়ে চরণ বাঁধা
আপনার রচা কারাগারে বসে কাঁদা
আপনার পরে বহু হলো বাদ সাধা
　　এমন কাঙাল সংসারে কেহ নাই।
একা একা আড়ি কত করি প্রাণ যায়
ফাগুনের দিন শেষ হয়ে যায়, হায়!
কথা নাহি হোক্ বুকে তুই ফিরে আয়
　　বুকে না ধরিয়া থাকিতে যে আর নারি।
যমুনার কূলে রহিলাম বসে আজ
আসিবি যেমন পরি হোলীলীলাসাজ
বক্ষে ছুটিয়া ধরিব রাখালরাজ
　　চক্ষের জলে ভাসাইব সব আড়ি।

লুকোচুরি।

তোর সনে ভাই লুকোচুরি খেলা চলিতেছে মোর নিশি দিন।
ধ'রে ফেলি তো'য়　　যেমনে লুকাস্
বোধহীন।

লুকাস্ যথায় সে ঠাঁই হয়রসমাকুল,
গরবে গোপন করিতে সদাই করে ভুল,
চরণ ফেলিলে সুধা ছুটে ফুটে, তারা ফুল,
অলিকুল জুটে চাঁদ লুটে, বাজে
বেণুবীণ।
যুগযুগ ধরি একই খেলা ভাই, চলিতেছে তাই নিশিদিন।

গগনে যখন লুকাস তখন দেখিতে যে পাই মেঘে মেঘে;
হয় ঘনশ্যাম তোর তনুটির
রঙ লেগে।
চিনি চিনি বলে যদি দেরী হয়, তবে তায়,
হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল তুই চপলায়
মেঘ-আবরণে শিখিচূড়া ঢাকা নাহি যায়
ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই
উঠে জেগে।
চপল, আপন তনুটি গোপন কেমনে করিবি মেঘে মেঘে?

কাননে যখন লুকাস তখন ধরিয়া ফেলার বাধা নাই
বৃন্দারণ্য স্মরিয়া সেথা যে
আগে যাই।
বনমালী তুই, নূপুর না খুলি যাস্ ছুটে,
ঝিল্লীর তানে পক্ষীর গানে বেজে উঠে
চরণ-অধর-পরশে অশোক উঠে ফুটে

কীচক বনেও মাঝে মাঝে সাড়া
দিস্ ভাই।
অসাবধানেরে কাননের মাঝে ধরিয়া ফেলার গোল নাই

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব' হারি'
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি
দহচারী ?
দেরী হ'লে তুই উঁকি দিস্ যেরে আঁখি মেলি,
নীল কুমুদের বিকাশের মাঝে ধরে ফেলি,
বাহু দু'টী তুলি' ডুবিয়া করিলে জলকেলি,
জাগে যে মৃণালে কমল-কলিকা
সারি সারি।
লহরলাস্য নটবর তোর গোপন নৃত্য-অনুকারী।

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননী-চোরা,
গৃহকোণ গুলি খুঁজিতে কি বাদ
দিব মোরা ?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তব প্রীতি,
সখার সখ্যে শুনি তব দূরবেণু গীতি,
চিনি যে শিশুর চপলতা মাঝে নিতি নিতি,
নিষেধ না মানে গোপন কথাটি
কহে ওরা।
ধরা যে সহজ, ছায়াটি লুকাতে পারিস্ না যেয়ে ননীচোরা।

সফলায়োজন।

সব আয়োজন সফল হলো বৃন্দাবনের বনে।
কতক ছিঁড়ে কতক ভেঙে
কতক বিদলনে।
ফুলের মালা গেঁথেছিলাম
সারা প্রভাত ধরি'
সফল হলো রাধাশ্যামের
বুকের মাঝে পড়ি'।
গণ্ড'পরে পত্রলেখা,
ললাট'পরে তিলকরেখা,
চুম্বনেতে মুছে গিয়ে সফল হলো, আহা,
যতন করে' রচা বেণী,
ভালের পরে অলকশ্রেণী,
সফল হলো শিথিল হ'য়ে রচেছিলাম যাহা।
আজকে শুভক্ষণে।
সব আয়োজন সফল হলো বৃন্দাবনের বনে।

বাঁশরী-হরণ।

কে তব মুরলী করিয়াছে চুরি ? মিছে কর জ্বালাতন,
কিতব কপট, ছল করি তব নারীদেহ পরশন।

জান শঠ কালা মোরা কুলবালা হেথা হতে যাও চলি,
দিন দিন তব বাড়িছে সোহাগ যত কিছু নাহি বলি।
কোথায় মুরলী লুকাব তোমায় মিছে কর টানাটানি
অবোধ কিশোর বলিয়া তোমার সহিলাম এত খানি।
আমরা কি চোর তোমার মতন ? কিবা জিনিষের ছিরি
ফুটা করা এক বাঁশের খণ্ড তারি লাগি পীড়াপীড়ি !
বৃন্দাবনেত বেণুকুঞ্জের অভাব নাহিক কিছু
আবার একটা লওগে খুঁজিয়া কেন ফির পিছু পিছু।”
মৃদু হাসি শ্যাম কহে ললিতারে “ওকথা ব'লোনা সই
এ ভুবনমাঝে ঐ বাঁশীটির জুটি আর বল কই ?
আমার বদনে রাধা-রাধা-সাধা, কত দিন কত রাতি
হৃদয়গৃহের সিঁধকাটি ওযে চোরের জীবনসাথী।
ও ত নহে মোর তুচ্ছ বংশ ও যে সরবস ধন,
তুচ্ছ করায় ওযে গো সবার কুলমান-কাঞ্চন।
করে যবে রহে দূর হ'তে হরে নারীর পরাণ মন
চুরি গিয়ে সে যে সাধিয়াছে মোর আরো বেশী প্রয়োজন।
করে রহে' সে যে আভীর-বধূরে পাগলিনী করিয়াছে,
চুরি গিয়ে সব আগল টুটায়ে এনেছে বুকের কাছে।
কেমনে রহিব বাঁশরী আমার যদি নাহি আজ বাজে,
তোমাদেরে তবে বাঁশরী করিয়া বাজাইব বন মাঝে।
নাচিয়া নাচিয়া বাজাইব করি অধরে অধর দান
চুম্বন আর প্রেম কলরব হবে বাঁশরীর তান।”

বাঁশীর স্মরণ।

(কালাংড়া)

রামের হাতে মরণ ভীতি রাবণ হাতেও তাই।
রাবণ চেয়ে রামের হাতে মরণ তবে চাই।
বাঁশী শুনে কুলটী রাখা
পাগল হ'য়ে ঘরে থাকা
গোপ গোঁয়ারের হাতে তাতে রক্ষাটিত নাই।
পরাণ সঁপি বাঁশীর স্বরে
মরণ ভাল চরণ ধ'রে,
স্মরেছে যে পরাণ ভরে' তাহার পানেই ধাই,
বাঁশী যখন পশলো কাণে,
থাকবেনা যোগ দেহে প্রাণে,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি আর ভাবনা মিছে ছাই॥

বাঁশীর শরণ।

লোকলজ্জা সমাজের ডর কুলশীল বংশ সমাদর
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ ততক্ষণ তার আছে ঠাঁই।
প্রাণ হ'তে বড় কেহ নহে, প্রাণের বিপদ কেবা সহে ?
প্রাণের সহিত তুলনায় উহাদের মূল্য কিছু নাই।
বাঁশী শুনে যদি রহি ঘরে মরে র'বো আঙিনার প'রে
সোজা কথা বলে দেওয়া ভাল প্রাণ-মায়া ছাড়িতে না পারি।
যেই জন প্রাণ নেছে লুটি ওগো তার পিছে পিছে ছুটি
লোক লজ্জা কুলশীল আদি অবহেলে যমুনায় ডারি।

ছলনাময়ী।

সখি—কি হলো আমার দায়,
ঐ যমুনার গভীর জলে যে কলস ভাসিয়া যায়।
বুকের কাঁচুলী গিয়াছে যে টুটি,
না খুঁজিয়া তীরে কি করিয়া উঠি,
অবগুণ্ঠন কি দিয়ে টানিব লাজে মরে যাই হায়।
পথে ঘাটে ঐ কত লোকজন কি হলো আমার দায়।

সখি—কে ওই বাজাল বাঁশী,
কণ্ঠের হারে মাথার চিকুরে গলায় লাগিল ফাঁসি।
খসিয়া পড়েছে পায়ের নূপুর
এমনে কেমনে যাব গোপপুর
গালি দিবে সবে ডাকি মোরে বলি "অভাগী সর্ব্বনাশী"
আনমনা ক'রে ফেলিল বিপদে কে বাজাল ঐ বাঁশী?

সখি—ডাকনা, ডাকনা ওরে,
ঐ যে কিশোর নদীতীরে ঘুরে মুরলীটি হাতে ক'রে।
ওরি বাঁশী শুনে এতেক বিকার
জলে ঝাঁপ দিয়ে খেলিয়া সাঁতার
এনে দিয়ে যাক্ কলসী আমার দিয়ে যাক্ তায় ভরে'
কিশোর বয়স ওরে কিবা লাজ, ডাকনা ডাকনা ওরে॥

ব্রীড়াময়ী।

(মিশ্র কানাড়া)

ওগো ও বিদেশী বঁধু পিয়ালে অধর-মধু
জড়াইলে বাহুপাশে দিয়া হৃদি পরশন।
দিলে শত অধিকার করিবারে আবদার
অঙ্গে ফুটালে আর প্রেমে রোম-হরষণ।
গণ্ডে যে দিলে চুম কণ্ঠে পরালে মালা,
অঙ্কে লভিনু ঘুম, ছি, ছি, আমি কুলবালা ;
কে তুমি কোথায় গৃহ ? বল বল ওগো প্রিয়,
এ কেমন রসলীলা হে রসিক রসায়ন ?

সখীরা একথা মোরে শুধায় যে দিবা-যামী !
লাজে যে গো মরে যাই বলিতে পারিনা আমি !
তোমারে শুধালে কিছু নয়ান করিয়া নীচু
বয়ানে চুম্ব দিয়া কর শঠ পলায়ন ?
ইহলোক পরলোক সবি ত নিয়েছ চোর,
লও তাহে ক্ষতি নাই, এ কুহেলি কর ভোর,
কে জানে কে তুমি হায় হৃদি কেন চমকায়
হ'ল বুঝি তব পায় অপরাধ অগণন।

পূজারিণী।

(ভৈরবী)

সাধ যায় পূজা করি প্রিয়েরে মম,
পূজা যদি লয় আহা সে মনোরম।

শীতল আঙুল-কলি অঙ্গে বুলাই,
কেশের চামর তার গণ্ডে ঢুলাই,
বাহুর মৃণাল-হার কণ্ঠে দুলাই
যৌবন ঢালি করি' চরণে নমঃ।

নয়নে আরতি করি তনুটী তারি,
আঁখি হ'তে অভিমান গঙ্গাবারি,
লাজরাঙা কপোলেরে চরণে ডারি
যাহারে কহে সে প্রিয় 'কমলোপম'।

বন্দনা কণ্ঠের বীণায় উঠে,
চুম্বন-চন্দন তনুতে লুটে,
ধরি' তার নাসা-শুক-চঞ্চুপুটে,
অধর যারে সে কয় 'বিম্বসম'।

ইহলোক পরলোক অর্ঘ্য পায়ে,
নিঃশ্বাসধূপজাত গন্ধ বায়ে
ঘোর' তা'রে রাখি মম দেউল-ছায়ে
হৃদে, দুটী পাদ পীঠ কোমল-কম।

মনোমল প্রেম-হোম-অনলে দাহি'
জীবন-বরণ-ডালা করে যে চাহি,
এবিনা দীনার আর কিছু যে নাহি
জানে সে করুণাময় হৃদ্যতম।

সোহাগিনী।

(মিশ্র ইমন)

পূজার প্রয়োজন হেরে না প্রিয়জন
বিফল আয়োজন হায়,
আমারে পূজিবারে চাহে সে বারে বারে
নূতন হলো একি দায়!

নমিতে গেলে সে যে বক্ষে টানি লয়,
চরণে বসিলে সে চুমিয়া কথা কয়,
চপল শ্যেনসম কাড়িয়া লয় মম
কুসুম দিতে গেলে পায়।

দেখিলে দূর হতে ছুটিয়া গলা ধরে,
অর্ঘ্যথালি মোর ভূমে যে লুটে পড়ে,
সকল বন্দনা ভকতি কল্পনা
সোহাগবানে ভাসে তায়।

উল্টা রীতি তার মরিয়া যাই লাজে,
জানিনা কি যে আছে অবলা নারীমাঝে,
যাহাতে মিছামিছি আমারি পায়,—ছি, ছি,
সে কথা বলা নাহি যায়।

হৃদিরাণী।

সে বলে আমায় 'চরণের তলে দাসী নহি আমি তার,
তার জীবনের কনক-আসনে আছে মোর অধিকার।'
চরণের তলে বসিলে সে বলে "বুক হতে অত দূরে
গেলে তুমি প্রিয়া বিরহ-অনলে দেহ প্রাণ যায় পুড়ে।"
সখি—সত্যি করিয়া বল্,
এত সুখভার সবে কি আমার—এত কি ভাগ্য ফল?

সে বলে আমায়—লাজে মরি—'আমি আরাধিতা তার রাধা,
রবে চিরদিন মোর দুটি ক্ষীণ বাহুবল্লীতে বাঁধা;'
দেহের যে ঠাঁয়ে রহিনাক আমি সে ঠাঁই দহে গো তার
রাধা রাধা ছাড়া বাঁশরী তাহার কহে নাক কিছু আর।
সখি—সত্যি করিয়া বল,
কেমনে জীবন সহিবে এমন সুখ ধারা অবিরল!

ভিখারিণী নই, পূজারিণী নই,—আমি তার হৃদিরাণী,
জীবন মরণ করে গো সৃজন আমার মুখের বাণী;
আমি যে তুচ্ছা আভীর-রমণী—সে যে আকাশের শশী,
কোন্ মন্ত্রের বলে আমি তার হৃদয় জুড়িয়া বসি?
সখি—সত্য করিয়া বল,
এত যে সোহাগ নহেত স্বপন—নহেত মায়ার ছল?

ব্যাকুলতা।

সখি,—এযে বড় দায় সখি এযে বড় দায়
একসাথে তার সব নাহি পাওয়া যায়।
চুম্বিতে আনন, রুদ্ধ রসনার দ্বার
কথা নাহি কহা যায় সাথে যে তাহার।
হয়না বসিলে ক্রোড়ে গাঢ় আলিঙ্গন
আলিঙ্গনে বন্ধ হয় চরণ সেবন,
চুম্বন চলেনা আর হেরিতে তাহায়
একি হলো দায় সখি একি হলো দায়।

বদন লুকাই যদি তার স্বর্গ-বুকে
কথা নাহি শুনা যায় বধির যে সুখে।
অঙ্গ-সংবাহনে যেন পড়ে যাই দূরে
কণ্ঠ জড়াইলে মোর জ্ঞান যায় উড়ে।
তাহার পরশে সুখে চোখে আসে জল
হেরিতে পাইনা আর বদন-কমল।
সোহাগে চেতনা মোর সব টুটে যায়
একি নব দায় সখি একি পুন দায়।

পুরা কথা।

আজিকে বাহুপাশে রহিয়া রসরাজ মনে যে পড়ে বহুকথা,
কেমনে লুকা'তাম কিশোরী হৃদয়ের গোপন স্বপনের—ব্যথা,
সেটা কি আজ বঁধু, করিল বাঁশী তান
কাণের পথ দিয়ে মরমে আনচান,
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান সে কথা বুঝনি কি প্রভু ?
সে কথা বুঝাইতে এতেক আয়োজন ব্যর্থ হয় না ত কভু।

প্রভাত-প্রায়-শেষ নিশার হিমময় হৃদিটী কমলের কলি,
মরমে জাগিয়াছে গন্ধ মধুরস আসিতে বাকী শুধু অলি,
যমুনা উছলিলে হৃদয় উছলিত
নীপের সহ দেহ তখনি কাঁটা দিত,
আঁখি সে তখনিই গোপনে সুধা পি'ত চাপিয়া রহিতাম জাগি'
তোমাকে লুকাবার ছিল না সাধ বঁধু, তোমাকে জানাবারি লাগি।

বুঝনি কি গো সখা যমুনাঘাট হ'তে ফিরিতে হ'তো কেন দেরী ;
কেননা আসিতাম গোধন গোঠ হতে গৃহেতে ফিরিতে না হেরি
যমুনা তীরে যদি করিতে তুমি কেলি
কলসে সাধ করে' দিতাম কেন ঠেলি ?
সে শুধু তুমি দেখি' সকল খেলা ফেলি' সাঁতারি দিবে তুলি বলে,
কেন বা যেতে যেতে থম্‌কি দাঁড়া'তাম সখীরে ডাকিবার ছলে।

যূথীর শাখা হ'তে কুসুম তুলিবার শক্তি ছিলনাক যেন
গোকুলে কেহ কিগো ছিল না ডাকিবার, তোমারে ডাকা'তাম কেন?

তোমার পাশ দিয়ে যাইতে কেন মোর
বেতস ডালে শুধু বাধিত বাসডোর
বিঁধিত পথে যেতে চাহিলে তুমি, চোর, কুশের কাঁটা কেন পায় ?
অভয় বাণী তব শুনাতে ধেনু যেন তুলিত শিঙ দুটী হায়।

বাঁশীটি শুনি' তবে দিতাম দ্বারে সাঁজ তোমারি ধ্যান হ'তে জাগি
যে পথে তুমি তথা যেতাম শতবার নয়নে পড়িবার লাগি।
তোমারে হেরিতাম এমন ঠাঁয়ে স্বামী,
কেহ না দেখে মোরে দেখিতে পাই আমি,
আপনা সামলাই যদিও দিবা যামী সমুখে তবু আলু থালু
তটিনী যত চাহে ঢাকিতে, বাহিরিত ততই সৈকত-বালু।

বুক সে ফেটে যায় মুখ ত ফুটেনাক' এমনি কিশোরীর প্রেম
যেন বা তস্কর সাধিছে দুষ্কর কুটীরে লুকাইয়া হেম,
দীর্ঘ শ্বাস তা'ও শুনিতে পায় পাছে
ফেলিতে হেরিতাম কেহ কি আছে কাছে ?
চাপিয়া রাখিবারে হৃদয় কাঁপিয়াছে, ফুঁপিয়া গুমরেছে প্রাণ
জীবন এইরূপে গোঁয়ানো কি কঠিন তুমিই কর অনুমান।

এসব কথা কি গো বুঝনি তুমি শ্যাম নিঠুর এত কি গো হ'বে
এত যে আয়োজন ছলের আবরণে লাজের আভরণে র'বে ?
জাগিত হৃদি কথা গণ্ড শোণিমায়
আঁখির ভাষা হ'তে বেশী কি বলা যায় ?
ছিলনা সংশয় কিশোরী অবলায় কেহ তা দেখিত না চাহি'
যদি না বুঝে থাক তুমি গো তাহা, তবে রাখিতে দুখ ঠাঁই নাহি।

কুঞ্জ ভঙ্গ।

(খাম্বাজ)

আর—নাহিক রাতি, জাগে—কুসুমপাঁতি,
ঐ—প্রাচীর সীঁথির পরে সিঁদুরভাতি।
পাখী—কুলায়ে জাগে, দেয়—পালক নাড়া,
আঁখি—অরুণরাগে, তায়—জাগিল তারা
তা'রা—মধুর গাহে ঘুম—ভাঙ্গাতে চাহে,
তারা—জাগায় জাগিয়া বনে সকল সাথী॥

ঐ—চক্রবাকী হের—চক্রবাকে।
নদী—পুলিনে থাকি এবে,—মিলিতে ডাকে॥
যত—কানন বালা, ধরে—ফুলের ডালা,
কিবা—নীহারমালা, আহা—শোভায় তাকে।
শুক—তারকাভূষা, সুখে—হাসিছে উষা,
ঐ—পিঙ্গলরূপ ধরে কুঞ্জ বাতি॥

সাঁঝে—পদ্মকোষে মধু—হরণ ছলে,
অলি—আত্মদোষে অব—রুদ্ধ হলে।
ঐ—পদ্মকলি পুনঃ—বক্ষ খোলে
এস—আলোকে অলি রেণু—গন্ধ মাখি।

জাগো—পিয়ারী মণি বাহু—বন্ধ হ'তে,
নীবি—বন্ধ, ধনি ! বাঁধো—স্বপ্নপথে,
বাঁধো—কবরী ভাঙা অয়ি—রভসরতে।
মুছ'—জাগর-রাঙা, দুটী—ডাগর আঁখি।

শেজ—চরণে লুটে সাজ—গিয়াছে টুটে,
পরো,—নব বনফুল মালা রেখেছি গাঁথি ॥
আর—নাহিক রাতি ফুটে—প্রসূনপাঁতি,
ঐ—প্রাচী দিক্ বধূ ভালে সিঁদুরভাতি ॥

—

মোহভঙ্গ।

সখি—কি আছে আলোর মাঝে ?
আঁধারের কথা স্মরিয়া আলোকে কেন মরে যাই লাজে ?
নিশীথের ঐ রভস স্বপন
আঁধারের মাঝে আছিল গোপন
প্রভাতে সে কথা করিতে স্মরণ দুরু দুরু হিয়া বাজে।

নিশীথের যত রচনা সকলি ধূলায় যে পড়ে লুটি
গভীর রাতের কল্পনা গুলি ছিঁড়ে করি কুটি কুটি,
প্রভাতে কেমনে মুখ পানে চাই ?
বলেছি যা তাহা কেমনে ফিরাই ?
যে খেলা খেলেছি শ্যাম সহ তা যে গভীর রাতেই সাজে।
সখি—কি আছে আলোর মাঝে ?

ওগো—আমি কি সে আমি নই ?
প্রভাত আলোকে কুমুদীর মত লাজে যে মুদিয়া রই ?
জেগেছি রজনী মাতিয়া আবেশে
মুখ চোখ ধরা দেয় নিশা শেষে
তনু অবসাদে সঙ্কোচ ভরা কুণ্ঠায় সারা হই ?

নিশীথে কখন হারাল কাঁকণ ছল করি খুঁজি তাকে
লুকায়ে ত্বরায় বাঁধি কেশপাশ মুছি অঞ্জন আঁখে।
অধরে এখনো তাম্বূলরাগ
কপোলে এখনো চুম্বন দাগ
অরুণ নয়নে বিতথ ভূষণে মাটী হয়ে যাই সই
ওগো—আমি কি সে আমি নই ?

মানিনী।

(কাফি সিন্ধু)

মান ক'রে যে বসলে ভীষণ, ভামিনি !
বিফলে যায় পূর্ণিমারি পুলকভরা যামিনী।
কোপে হলো অরুণ আঁখি, ক্ষোভের যে আর নাইক বাকী,
দক্ষ-ঋষির যজ্ঞে যেন দৃপ্তা হরের কামিনী॥

ত্বরিত করে ফেলবে ছুঁড়ে, খুলতে গেলে মণির মালা,
কবরীতে আটকে গেল চুলের ফাঁসে, হায় কি জ্বালা !
শিরের পরে মাণিক শোভে তপ্তশ্বাস ফেলছ ক্ষোভে
লাগছো যেন রোষোদ্যতা উপদ্রুতা ফণিনী।
ভীষণ মানে বসলে ওগো মানিনী॥

রাগ করেছ বিমুখ তাতেই মাথার পরে ঘোমটা টানি
ভাল করে নিচোল দিয়ে আবরিছ বক্ষ খানি,
পর হলো যে তাহার পাশে স্বতঃই দ্বিধা লজ্জা আসে,
মধুব্রতে শাস্তি দিতে আসছো মুদে নলিনী।
বিষম মানে বসলে বনমালিনী॥

অনেক সাধের রচা বেণী অভিমানে ফেললে খুলে,
গাত্রভরা পত্রলেখা স্বেদের জলে সব যে ধু'লে
ভ্রূভঙ্গে যে শঙ্কা লাগে আঁধার বদন করলে রাগে
রোষনয়না নীলবসনা কাঁপছো যেন দামিনী।
দুর্জ্জয় যে মানটি তোমার ভামিনি ॥

মান-ভঞ্জন।

(জয়দেব হইতে)

যদি—বচন দুটী কহ,—উঠিবে ফুটি
ঘোর—ধ্বান্ত বিনাশি' তব দন্তভাতি।
ছুটে—আমার আঁখি দুটী—চকোর পাখী
মুখ—বিধুর অধর-সিধু-পিয়াসে মাতি'।
ত্যজ—আমার প্রতি হ'য়ে—করুণাবতী
ওগো—অনিদান অভিমান মানসহরা!
স্মর—বহ্নি প্রিয়া মম—দহিছে হিয়া
মুখ—অম্বুজমধু মোরে পিয়াও ত্বরা।
অয়ি—সুদতী সতী যদি—কোপিনী অতি
তবে—আঁখি-শর-বরষণ কর গো খর।
তবে—বাহুরু পাশে করি—বন্দী দাসে
তনু—দশনে খণ্ডি' মোর দণ্ড কর'।
নীল—নলিনপ্রভ লোল—লোচন তব
কিবা—কোকনদরূপ ধরে কোপের ঘোরে।

কাল'—বরণ মম হবে—তাহারি সম
যদি—স্মর-ফুলশর ভাবে রঞ্জ' মোরে।
তনু—হৃদয়-রমা মম—জীবনসমা
মম—ভব-জলধির তুমি রত্নমণি।
চাহ—অধীন জনে প্রেম—নয়ন-কোণে
আমি—তাহা হ'তে বড় ধন কিছু না গণি।
কুচ—কুম্ভ' পরি ঘন—নৃত্য করি
মণি—মঞ্জরী রঞ্জিত করুক্ হিয়া।
পীন—জঘন ধামে রুত—রসনা দামে
কাম—নিদেশ-ঘোষণা ঘন হউক প্রিয়া!
মম—আহ্লাদিনি! থল—কমল জিনি'
পদ,—রভস রঙ্গ রসে রম্য জাগে।
কহ—আদেশ-বাণী তারে—অঙ্কে টানি'
আহা—উজ্জ্বল করি আরো লাক্ষারাগে।
স্মর—তপন খর মোরে—তাপিছে বড়
দাহ—জনিত বিকার হরি' দাসেরে ক্ষম'।
আর—এ শির' পর স্মর—গরল-হর,
তব—পদ-পল্লব রাখ' ভূষণ সম॥

—

অনুশোচনে।

(জয়দেব হইতে—আশাভৈরবী।)

মনে পড়ে তারে, যেবা মধুর রাসে,
পরিহাসে হাসে তুষে মনোভিলাষে।

অধর-সুধার রস— সঞ্চার সুমধুর
মোহন মুরলী তার বাজে সঘনে
চল বায়ে চঞ্চল আঁখি,—চূড়া,—অঞ্চল,
লোল কুণ্ডল দুটি দুলে শ্রবণে।

চারু—চাঁচর চিকুর' পর চন্দ্রক মনোহর
যেন—ইন্দ্রধনুর শোভা সঘনাকাশে!
ডেকে আন তারে, যেবা মধুর রাসে,
পরিহাসে হাসে তুষে মনোভিলাষে।

গোপবল্লভাগণ দিয়ে ঘন চুম্বন
বাড়ায়ে দিয়াছে তার চুমার লোভে,
বাঁধুলীর মত রাঙ্গা সুধাধরপল্লবে
মধুর হাসিটি তার কেমন শোভে!

বাঁধে—ভুজ-বল্লরী দিয়া বল্লব-নারী-হিয়া
তার—কর-পদ-উরোমণি আঁধার নাশে;
প্রাণ কাঁদে তারি লাগি, মধুর রাসে
পরিহাসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

জলদ-পটলগত ইন্দুরে নিন্দিয়া
চন্দন-ললাটিকা শোভে ললাটে,
উরসিজ পরিসর করে সে যে নিপীড়িত
নিরদয় প্রসারিত হৃদি-কবাটে।

ঐ—নিখিলে সকল ভুলে নতশির নীপমূলে
যত—সুরাসুর মুনি তার চরণ-পাশে।
পায়ে পড়ি ডাক্ সখি, মধুর রাসে,
হাসরসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

কাতরে ধরিয়া পায় সে যে চলে গেছে হায়,
অনাদরে ছল ছল দীন নয়নে।
মরি অনুশোচনায় কথাটি কহিনি তায়
ডেকে আন, লুটি তার রাঙ্গা চরণে।

ওরে—সে যে চিরক্ষমাময় রাগ তার নাহি হয়,
তবু—প্রাণ মোর শিহরয় কাঁদন আসে।
পায়ে পড়ি, ডাক্ সখি, মধুর রাসে
পরিহাসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

সে যখন কাছে আসে মানে মুখ ঢাকি বাসে,
চলে গেলে হাহাকারে লুটি ভূতলে;
যদি আর নাহি ফিরে ভেবে ভাসি আঁখি নীরে,
কাঁকন আঘাত করি ভালে সবলে।

ওরে—আর নাহি হবে ভুল প্রাণ বড় বিয়াকুল ;
তারে—চিরতরে রেখে দিব বাহুর পাশে ;
মাথা খাস্ ডাক্ তারে, মধুর রাসে
সুধারসে তুষে যেবা মনোভিলাষে।

মান-মোচনে।

মান সেত সখা নিঃশেষ করি আপনার সবি দান
তুচ্ছ দেহেরে সরাইয়া রাখা সঁপে দিয়ে গোটা প্রাণ।
অভিমান আর রাগ অবিনয়
নর্ম্মের তরে সে যে অভিনয়
রাজা হ'তে চাহে প্রাণের প্রণয় শুনিবারে স্তবগান।
মান সেত সখা নিঃশেষ করি আপনার বলিদান।

বিমুখ মানে যে কণ্ঠে জড়ান' হৃদয়ের বাহুপাশে।
একচোখ রাগে লোহিত বরণ অন্য চোখটী হাসে।
নিজ হাতে বাঁধা সাধের বাঁধন
সখা সে সখের সুখের বেদন
পায়ে লুটে কাঁদা চিত্তের সে যে চুম্বন অভিলাষে
বিমুখ—মানে সে কণ্ঠে জড়ানো হৃদয়ের বাহুপাশে।

রাঙা আঁখি সে যে আরতি আলোক তোমার প্রতিমা ঘেরি
ঘন তাপশ্বাস সে সে ধূপ-ধূম তোমার বেদীটি বেড়ি।

বাহু ছুড়ে ফেলি কেন জান বঁধু?
শিথিল পরশে মিলে না যে মধু।
তব চাটুবাণী কাণে যত শুনি প্রাণে বাজে জয়ভেরী
রাঙা আঁখি সে যে আরতি আলোক তোমার প্রতিমা ঘেরি।

চিত্তের সাথে চিত্তের সে যে মুখোমুখি পরিচয়,
হৃদয়ের সাথে কোটি কোটি পাকে হৃদয়ের পরিণয়,
মানের বাঁধন সহজ কোথায়?
হিয়ার নিবিড় বাঁধন হিয়ায়।
দেহের দুর্গ ভেঙে চুরে সে যে হৃদয়ের জয় জয়
চিত্তের সাথে চিত্তের সে যে মাখামাখি পরিচয়।

সব ব্যবধান টুটাবার লাগি নব ব্যবধান ছল,
ক্ষণেকের সে যে স্তম্ভ-চপলা বরষিতে অবিরল,
হৃদি ক্ষত করা, এ যে অনুরাগি
পরশ-অমৃত-প্রলেপের লাগি,
তব হৃদি-সরে ডুবিয়া মরিতে বুকে জ্বালি মানানল,
ব্যবধান শেষ টুটাবার লাগি নব ব্যবধান ছল।

জীবন বিনিময়।

"বৃথা এ বাজাই বাঁশী,
তুমি যদি সখি বেণুটীরে ধরি' না বাজাও হাসি' হাসি'।
বৃথা গলে দোলে বনফুলহার
যদি না পরাই কণ্ঠে তোমার
কুসুমের রাখী বৃথা এ রচেছি, তোমার দুইটী করে
পরায়ে যদি না চুম্বন করি মধুর বিম্বাধরে।

বড় সাধ মোর বুকে
এই চূড়া ধড়া তোমাকে পরাই বেণু ধরি তব মুখে।
অবলা অখলা হয়ে অসহায়া
ভালো করে তব লভি কৃপা-ছায়া
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া ধেনু তুমি হও কানু মোর,
চরণে পতিত শরণাগতেরে বাঁধো দিয়ে বাহুডোর।

তুমি হও রাই—রাজা
একে একে মোর সকল দোষের দাও নিদারুণ সাজা।
তোমার ভ্রূকুটী তোমার শাসন,
তোমার করুণা, আঁখি-শরাসন,
তব ইচ্ছায় মরণ বাঁচন, কাঁপায়ে' তুলুক বুক,
ভাল করে লভি দাসী হ'য়ে পায়ে জীবন সঁপার সুখ।"

"তাই হোক তবে ওগো রসরাজ, তুমি হও আজি রাধা
আমি লই ধেনু শিখিচূড়া বেণু তোমার অধরে সাধা

আজিকে বুঝা'ব হে শ্যাম তোমায়
কেমনে রাধিকা জীবন গোঁয়ায়
তোমার বাঁশরী কেমন কাঁদায় কত তার লাজ বাধা,
আমি হই তব শ্যাম, রসরাজ তুমি হও মোর রাধা।

আজিকে বুঝাব রাধিকার জ্বালা তোমারে নিঠুর কালা।
আমি পথ তব আগুলিয়া রই তুমি হও কুলবালা,
বনে বসে' এই বাঁশরী বাজায়ে
মোরে তব অভিসারিকা সাজায়ে,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইলে বক্ষে কত যে জ্বালা,
আজিকে বুঝাব ভাল করে তাই তোমারে নিঠুর কালা।

আজি শ্যাম বুঝ' রমণীর প্রাণ কত অভিমানে ভরা,
কতই সহজে বুক দুরু দুরু ক্লেশে ধৈরয ধরা,
কত সংশয়ে হৃদি টলমল!
কতই সহজে আঁখি ছল ছল্
একূল ওকূল দু'কূল হারালে মাঝ যমুনায় মরা,
তুমি যারে বল খেলা, সে যে মোর প্রাণ লয়ে খেলা করা।

ওগো শ্যাম আজি রাধা হ'য়ে দেখ দাও দেখি মোরে বাঁশী
বাঁকা কটাক্ষ দাও দেখি তব আর প্রাণ-চোরা হাসি।
বড় পোড়া'য়েছ এ নারীহৃদয়
এবার তোমাকে জ্বলাব নিদয়,
বাঁশরী বাজায়ে' পড়িব লুকায়ে বেতসের বনে আসি
রাধা হওয়া কত সুখ তাহা আজি, বুঝাইব, দাও বাঁশী।"

রাস রসময়।

রসের লীলায় ভরা নিখিল-নিলয়
আজি—শুভ সুসময় ওগো—রাস রসময়!
এক হ'য়ে গেছে আজি দুইটী মিলে,
এক পুন বহু হ'য়ে জাগে নিখিলে,
একই দেহে নটনটী একই রূপ কোটি কোটি
জ্যোছনার ঢেউয়ে দুলে প্রেম অনিলে।
পূর্ণ রূপের লীলা লভিয়াছে জয়,
আজি—শুভ সুসময়, এলো—রাস রসময়।

আধ'ধড়া বনমালা, চূড়া, আ মরি,
আধ' নীল শাড়ী, মতিহার কবরী।
এক করে সুধামাখা ব্যজনের শিখি-পাখা
আর করে শোভে কিবা মধু বাঁশরী।
আধ' শ্যাম আধ গোরী হেরি ধরাময়
আজি—শুভসুসময় এ যে—রাস রসময়।

আহা যেন কোকনদ ইন্দীবরে,
একটি বোঁটায় কিবা শোভা বিতরে,
গঙ্গা-যমুনা-জল মিলে যেন টলমল
শতেক প্রয়াগ আহা সৃজন করে।
চারিদিকে ঢলঢল হলো রসোদয়,
আহা—রাস রসময় আজি—শুভ সুসময়।

মরকত যেন আহা বেড়িয়া হেমে,
সম্পদ যেন শোভে ভূষিত ক্ষেমে
সুখ দুখ একঠাঁয়ে মাখা যেন গায়ে গায়ে
বিরহ মিলন দুয়ে মূর্ত্ত প্রেমে।
এ মিলন সব বাধা করিয়া বিজয়,
আজি—রাস রসময়, আহা—শুভ সুসময়।

কনক লতায় বেড়া তমালশাখী।
শ্যামবনে আধ'গিরি রেখেছে ঢাকি'।
একে হাসি নিরমল অপরে শোভিছে জল
যেন গো শতেক কোটি যুগল আঁখি।
শত শত যুগলের একি অভিনয়?
আহা—রাস রসময় আজি—শুভ সুসময়।

আলো ছায়া খেলে যেন গোধূলি বেলা,
মেঘে আর রবিকরে মধুর মেলা,
নীলে লালে পীতে তনু যেন কোটি রামধনু
দ্যুলোকে ভূলোকে কিবা করিছে খেলা।
রস আজি রূপে রূপে লভে উপচয়,
আহা—রাস রসময় আজি—শুভ সুসময়।

—

নব রূপোদয়।

(বাগেশ্রী)।

একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে।
প্রেমগোরা, মাতোয়ারা, ধূলি সারা অঙ্গে ॥
ছাড়ি নারীসঙ্কোচ তব পদপঙ্কজ,
বিকসিল দেশভরা শতদলভঙ্গে ॥

দূরে গেছে আজি সব ভয়, দ্বিধা, লজ্জা,
আজি মন মোহিবার নাহি চারু সজ্জা,
দূরে গেছে কুলমান দু'দেহের ব্যবধান,
পূর্ণ এসেছ আজি ধ্রুববাণী সঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে ॥

পাগল নাচিছ একি অপরূপ দৃশ্য,
আপনি মজিয়া আর মজায়ে এ বিশ্ব,
পাপতাপ নিরাশায় নূপুর করিয়া পায়,
নাচাইয়া ধনুহারা অযুত অনঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে ॥

গোকুলের প্রেমঘট হাটে করি চূর্ণ,
নিখিলেরে বিলাইয়া করিলে হে পূর্ণ,
"নীলশাড়ী" আজি উড়ে জয়কেতু, প্রেমপুরে
দেশময় প্রেমজয় ঘোষিত মৃদঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি এলে আজি বঙ্গে ॥

মহাপ্রেমজয়।—(ঝিঁঝিট খাম্বাজ)।

তুমি—এস এস প্রভু ভগবান্
করি—যুগে যুগে হরিগুণগান
প্রভু—এস নেচেনেচে প্রেম যেচেযেচে আনো দেশভরা প্রেমবান ॥
সব—উঁচু নীচু ভেদ হর'হে
সবে—প্রেমে একবারে কর'হে,
যত—ঘৃণা বিদ্বেষ, কর নিঃশেষ,রচ' মিলনের একতান ॥

সবে— একপথে করে মেশামিশি
একেরি লাগিয়া সবে ধায়,
তবু পথে করে দ্বেষাদ্বিষি
পরশ করেনা গায়-গায়,
হেথা—ভায়ে ভাই বলে সরে'যাও
তুমি—অন্ধের আঁখি খুলে দাও,
হরো—জ্ঞান-গরবের মান বিভবের জাতি-ধরমের অভিমান ॥

হেথা— কার কিসে আছে অধিকার,
কেবা নীচে কেবা উচ্চে হে,
তাই নিয়ে নিতি অবিচার,
সার ফেলি ধরে তুচ্ছে রে।
প্রভু—চণ্ডালে তুমি দিয়ে কোল
নেচে—হীন সনে বলো হরিবোল
আর—কোল দিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে সবারে শিখাও কোলদান ॥

আশার তপন।

প্রভু!

আমরা মূর্খ আঁধারের জীব করিনিক লাভ জ্ঞানালোক,
বুঝিতে পারিনি,শিখিতে পারিনি শাস্ত্র-শ্রুতির কোন শ্লোক ;
জ্ঞানীরা সকলে আমাদেরে পথে
ঘৃণা করি' ফেলে চলে গেছে রথে,
বলিয়া গিয়াছে "হায় রে তোদের আশা নাই, কোন' আশা নাই"।
যে কৃপা ক'রেছো তাই প্রকাশের ভাষা নাই প্রভু, ভাষা নাই।

প্রভু!

মোরা হীন জাতি, আমাদের ছোঁয়া পায়ে লয়নাক' কেহ জল,
আমাদের ছায়া পাছে পড়ে পথে, সাবধানে ফেলে পদতল ;
পথের কথাটী যদি গো শুধাই,
বলে,—"শুনিবার অধিকার নাই"
বলে,—আমাদের মানব জনমে "আশা নাই, কোন আশা নাই"।
তোমার করুণা প্রকাশের তাই ভাষা নাই প্রভু ভাষা নাই।

প্রভু!

আমরা কাঙ্গাল, ক্ষুধার অন্ন, তাও জুটেনাক' সব দিন,
লোকহিতদান—তীর্থগমন আদি রাজসিক ক্রিয়াহীন,
মুচিরেও যাহা করে শুচিজন,
নাহি প্রভু সেই সোণারূপা ধন,
পুণ্যগরবী ধনীরা বলেন আমাদের কোন আশা নাই
যে ধন দিয়াছ, তার কথা প্রভু, প্রকাশের তাই ভাষা নাই।

প্রভু!

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার জানি না মোরা পাপী হীন তুরজন,
তাই দূরে দূরে নগর বাহিরে রাখেন মোদের পুরজন;
পাপ করে' করে' নিশিদিনমান,
কিণস্থকঠিন হয়ে গেল প্রাণ,
নিজেই ভাবিনু আমাদের বুঝি আশা নাই আর আশা নাই,
আমাদেরো লাগি ভরসা আনিলে? প্রকাশের আর ভাষা নাই

পতিত পাবন।

অধম দেশে যে ধন দিলে তাহার নাহি তুলনা
যা' পেয়ে আছি সকল তুখ পাশরি,
মোদের সবে ভুলিয়া যাক তুমিই শুধু ভুলো না
চাহিনা ভেরী পেয়েছি তব বাঁশরী।

সকল ধন হইতে দেশ হয়েছে চির বঞ্চিত,
অন্ন মুঠি জুটায় তা ও কাঁদিয়া;
আছে গো তার ছিন্নবাস অঞ্চলে যে সঞ্চিত,
পরশমণি কখন দিলে বাঁধিয়া।

সাহস নাই স্বাস্থ্য নাই নয়নে নাই দীপ্তি
বাহুতে নাই শকতি এক বিন্দু
জিগীষা নাই ভরসা নাই নাহিক কোনো তৃপ্তি
চারিটি পাশে তুঃখশোকসিন্ধু।

শৌর্য্য নাই, তাহার ঠাঁয়ে রয়েছে শত শঙ্কা
অশ্বরথ ছুটাতে নারি বিশ্বে,
হৃদয় কাঁপে শুনিয়া দূর-সমর জয়ডঙ্কা
উপেখি' যায় নিখিল চির নিঃস্বে।

সাগরবুকে দর্পভরে পারিনি মোরা ভাসিতে,
জুটাতে মোরা পারিনি ধনরতনে,
জগৎ সুধী সভার মাঝে পারিনি হায় পশিতে
মোদের ঠাঁই লক্ষ্মীমার তোরণে।

অধম হীন ভিখারী দীন মোদেরে তুমি ভাবিয়া
দয়াল প্রভু করিলে বড় করুণা ;
নীরস রূঢ় ধূসর ধূ ধূ ঊষরমরু প্লাবিয়া
বাহিল তব মধুর প্রেমযমুনা।

এ মহামণি দিয়াছ যদি অধম হীন বলিয়া,
এমনি তবে রহি গো যেন জগতে,
শীর্ষে ধরি নৃত্য করি সকলি পায়ে ঠেলিয়া
এ ধন হ'তে বঞ্চে কেবা ভারতে ?

নিখিল ধরা আত্মহারা আসিয়া ছুটে মাগিবে
একটি কণা সে মহাধন ভিক্ষা
দু'হাত তুলে নাচিয়া তারা বালুর ঘর ভাঙিবে
অমৃত ধ্রুব মন্ত্রে লভি দীক্ষা।

চরণ-ধূলায় ।

(শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য মঠে ।)

এইখানে পড়ি লুটি লুটি,
হেথা ঐ নিমায়ের পাদ-পদ্ম উঠিতেছে ফুটি' ।
হরিনামসংকীর্ত্তনে প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে,
এইখানে শ্রীচৈতন্য মোহাবেশে রোমাঞ্চিত চিতে,
দিয়াছেন গড়াগড়ি, প্রেমালোকে নদীয়ার ভানু,
ভূগর্ভে যোজন শত মৃত্তিকার প্রতি পরমাণু
করেছেন সুপবিত্র, জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ উজ্জ্বল
আজো তারা নৃত্য করে প্রেমোন্মাদে পুলক চঞ্চল ।
এইখানে পড়ি লুটি, লুটি,
আজো হেথা নিমায়ের পাদ-পদ্ম উঠিতেছে ফুটি' ॥

এইখানে দেই গড়া গড়ি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ প্রাঙ্গনে ভক্তিরস পড়ে ঝরি ঝরি'
দর দর ঝরিয়াছে হেথা তাঁর ভক্তিঅশ্রুধারা,
ভূতলে দ্যুলোকখণ্ড জাগে হেথা কোটিচন্দ্র তারা ।
তাঁর পদরজ সনে মহাহ্লাদে করেছে মিত্রতা,
হেথাকার প্রতি অণু কহি সপ্তলক্ষপদী কথা
পরমাণু অনশ্বর, অমৃত যে, সবে জেগে আছে,
ঐ ঐ, ডাকে তারা—"বুকে আয়, সবে আয় কাছে ।"
এস ভাই দেই গড়া গড়ি,
বার বার সর্ব্ব অঙ্গ রোমাঞ্চনে কণ্টকিত করি' ।

কাঙালী-বিদায়।

হে দয়াল রাজরাজেশ্বর,

কবে তুমি বিলাইলে প্রেমধন, লভিল তা' যোগী হ'তে পাষণ্ড পামর।
এ কাঙ্গালে দয়া করি, দাওনিক তুমি কিছু, এ কথা ত মনে নাহি লয়,
যতই অধম হই বঞ্চিত করিবে তুমি, তাকি কভু হয় দয়াময় ?
মার খেয়ে দয়া কর এমন দয়াল তুমি অধমেও দিলে প্রেমধন,
আমিযে অবোধশিশু, কাচেরে লইনু তুলি' হেলাকরি তোমার কাঞ্চন।
তব প্রেমস্পর্শমধু লভেছেযে একবার সেকি কভু পারে ভুলিবারে ?
পুনর্জ্জন্ম লভি তাই সেই মহারত্ন লাগি প্রাণ পূর্ণ হলো হাহাকারে।
প্রেমের সুবর্ণরেখা বহিয়া গিয়াছে তব গৌড়ভূমি বানে ভাসাইয়া,
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে' তায় ভেসেছিল গেল স্রোত ভারত ব্যাপিয়া,
আজিকে কাঙ্গালী আমি তাহার সৈকত'পরে ঘুরিতেছি দিশা নাহি পাই,
তব প্রেমস্বর্ণরেণু বাছিয়া খুঁজিতে চাহি পাই পাই হারাই হারাই।
এ বঙ্গের পথেপথে ঘুরিতেছি শুধু আজ ধূলিকাদা মেখে সারাদিন
তব অশ্রুমুক্তাকণা যদি কভু ভাগ্যে মিলে যদি রহে ধূলিতে বিলীন।
কেমনে লভিব তাহা হেলায় যা হারায়েছি ভাবিতেছি পাগলের প্রায়

দুয়ারে লুটাই মাথা এক কণা দিয়ে দাতা

কর এই কাঙ্গালে—

বিদায়।
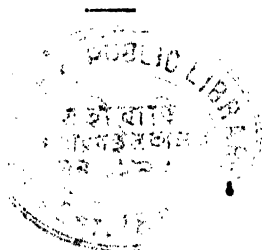
প্রবাসী মানসী ভারতী সবুজপত্র ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকার একজন প্রধান লেখক
সুকবি কালিদাস রায় কবিশেখরের কাব্যসম্বন্ধে

মতামত।

কবির কৈশোর রচনা পাঠ করিয়া মহাকবি **নবীনচন্দ্র** বলিয়াছিলেন "ক্ষুদ্র অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতির জীবনৈশ্বর্য্য নিহিত থাকে ক্ষুদ্র ডিম্বের মধ্যে যেমন পক্ষীরাজের গগনোন্মাথী বিক্রম ও প্রতাপ প্রচ্ছন্ন থাকে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তেমনি একজন ভবিষ্যতের সাহিত্যরথীর জীবনাঙ্কুর ও মুকুলিত শক্তি নিরীক্ষণ করিতেছি।" ৺**কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর**—"তোমার কবিতা আমার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। ৺**ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—"রস ভাব ছন্দ অলঙ্কার সকল দিকেই তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে ইত্যাদি"। ৺**দ্বিজেন্দ্রলাল**—"তোমার কাব্যে বেশ ছন্দোমাধুর্য্য আছে"। **চন্দ্রনাথ বসু**—"হিন্দুভাব—ভক্তহৃদয়ের প্রতিবিম্ব"। **আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র** বলেন—"প্রিয়তম তোমায় দেখিনাই কাব্যপড়িয়াই ভাল বাসিয়াছি"। **আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র**—"তুমি শুধু কবি নও তুমি প্রকৃত কবি"। অধ্যাপক **যদুনাথ সরকার**—"স্থলে স্থলে উৎকর্ষ ও ভাবের অসাধারণতা"। **সমাজপতি** "কুন্দ—সুরভি সুন্দর শুভ্র ও নির্ম্মল"। **আচার্য্য চন্দ্রশেখর**—"বেশ মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্য বোধ আছে"। **কবিবর দেবেন্দ্রনাথ**—"বন্ধ্যার অখ্যাতি লভি এ যেন গো প্রৌঢ়া রমণীর চাঁদ পারা সন্তান প্রসব"। **মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন**—"কালিদাসের কবিতা পড়িয়া মহাকবি কালিদাসকে মনে পড়ে"। **বসুমতী**—"নবোদিত কবিগণের মধ্যে ইঁহার কবিতা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে"। **বঙ্গবাসী**—"এরূপ স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ প্রীতির ভাব লইয়া আর কোনো কবি মাতৃভূমির স্বরূপ বিকাশে অবতীর্ণ হয় নাই"।

পর্ণপুট (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) পরিবর্দ্ধিত ৸৹ আনা। **অধ্যাপক ললিত কুমার**—"সারবান। সত্যসুন্দর ও মঙ্গলের সমাবেশে হৃদয়গ্রাহী ছন্দোমাধুর্য্য ও ভাষা-চাতুর্য্যে অতুল, আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ। সন্দেহ হয় ইহা পর্ণপুট না স্বর্ণপুট?" (ভারতবর্ষ)। **মহাত্মা অশ্বিনী কুমার**—"মনে হইল স্বর্ণপুট নামরাখা হইল না কেন? পরক্ষণেই মনে হইল জগতের চিত্তহারিণী মাধুরী পর্ণে? না স্বর্ণে? পল্লী কবিতা ও

বৃন্দাবন গীতি পাঠ করিয়া পর্ণপুট নামই যথার্থ মনে হয়, বলিতে ইচ্ছা করে—"তোমার সংস্কৃত কুঞ্জে প্রাবেশি সেবি মুক্ত বায়ু হে সুকবি জুড়াইল জ্বালা। ধন্য কবি সার্থক-নামা ধন্য"। আচার্য্য জ্যোতিরিন্দ্র—"সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের বিচিত্র ও পবিত্রবাণী মাখামাখি"। আচার্য্য গুরুদাস "পর্ণপুটের কুসুমগুলি বর্ণে বিচিত্র ও প্রগাঢ় ভাবসৌরভ পূর্ণ"। মনোরঞ্জন বাবু (বিজয়া)—"পর্ণপুটে মহোৎসবের প্রসাদ বিতরিত। আমরা ঘ্রাণে ও আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত"।

নব্য ভারত—"ভাবে ভাষায় ছন্দে ভঙ্গিতে চেষ্টার লেশ মাত্র নাই, বৈচিত্র্যে মাধুর্য্যে ঝঙ্কারে ও স্বাভাবিকত্বে অনুপম"। আর্য্যাবর্ত্ত—"সার্ব্বজনীন সত্য প্রকাশের জন্য রচনা গম্ভীর সারবান অথচ সৌন্দর্য্যময়"। হিতবাদী—"পল্লীকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে বৈষ্ণব কবিতা গুলি মর্ম্মস্পর্শী ও সুমধুর"। যমুনা—"ছন্দো-বৈচিত্র্য যথেষ্ট কবির ভাষা অনুপ্রাস যমক অলঙ্কার ও উপমায় পূর্ণ।" কবি চিত্তরঞ্জন দাশ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে কালিদাস বাবুর পল্লী কবিতাকে যথার্থ পল্লীকবিতা বলিয়া Burns এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। (নারায়ণ ও প্রতিভা) সাহিত্যরথী প্রভাত কুমার "পর্ণপুটের স্থলে স্থলে পড়িতে পড়িতে গা শিহরিয়া উঠে। চোখে জল রাখা দুষ্কর হয়।" প্রবাহিনী—"হৃদয়ে সত্যের গভীর অনুভূতি। ছন্দে ও ভাষায় একটা অনন্যসাধারণ ভাব"। বিজয়া—বসন্তের উচ্ছ্বসিত জীবনের অজস্রতার ন্যায় কালিদাসবাবুর রচনা সম্পদ। শিল্পাংশে অনিন্দ্য দেশীয় ভাবে প্রণোদিত।" পর্ণপুটের কবিতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি খুব প্রসিদ্ধ বঙ্গবাণী (কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত)—বিশ্ব ও বিশ্বনাথ কবিতায় Pantheism— দুর্ব্বাসা—"Kant এর Categorical imperative মূর্ত্তিমান। সর্ব্বজন প্রশংসিত। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব সত্যের দুটী মূর্ত্তি। রূপ ও ধূপের—"ভাব কি গভীরতম" (অশ্বিনীবাবু)। পল্লীবধূ—পবিত্র হিন্দুসংসারচিত্র—"কৃষকের ব্যথা ও কৃষাণীর ব্যথা মর্ম্মস্পর্শী"। কুড়াণী—হাঘরে সুন্দর" বালিকাবধূ—যুথীর মত সুন্দর মুগ্ধ আবাহন "স্বপ্ন রাজ্যের চিত্র"—সম্পূর্ণ পাওয়া প্রভাত কুমার বাবুর প্রিয় কবিতা। "মথুরার দুত" প্রেমের রাজ্য হইতে কর্ম্ম জগতে বিদায়। "মথুরার দ্বারে" করুণ ও মম স্পর্শী। অন্ধকার বৃন্দাবন—বাঙ্গালীর পরম প্রিয় কবিতা। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য" পড়িয়া মনীষিগণ মুগ্ধ। "রাখাল রাজ" সখ্য সৌন্দর্য্যের চরম। জননী বঙ্গ—"বঙ্গ আমার জননী আমার সঙ্গীতের পার্শ্বে স্থল পাইবার যোগ্য"

(ললিত কুমার)। "রবীন্দ্র সাপ্ত"—রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনায় ছাত্রসভ্যগণ প্রদত্ত অভিনন্দন। "রোগ শয্যায় রজনীকান্ত"—কবির শরশয্যা পার্শ্বে শিষ্যের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। নীলকণ্ঠ হিন্দু মাত্রেরই পরম প্রিয়। রাঙ্গাচূড়ী ইত্যাদি তিনটী কবিতা শিশু কবিতা। সূর্য্যমণি,গভীর দার্শনিক তত্ব। সর্ব্বত্যাগী বিশ্বরাজ পড়িয়া শ্রীযুক্ত শশধর রায় বিমুগ্ধ। ধর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ললিতবাবু লিখিয়াছেন। "প্রত্যেক ভারতবাসীর চিত্তে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা উচিত।" মোহ হইতে পবিত্র প্রেমের বিকাশের ক্রমোদ্বর্ত্তন অবলম্বনে কয়েকটী ধারাবাহিক প্রেমের কবিতা আছে। পুস্তক দেড়শত পৃষ্ঠায়। ৮টি পর্য্যায়ে বিভক্ত, ১ম সত্যের নানারূপ, ২য় পল্লীগীতি, ৩য় প্রেম-গীতি, ৪র্থ ব্রজগাথা, ৫ম মনীষি বন্দনা, ৬ষ্ঠ প্রকৃতি বর্ণনা, ৭ম বিবিধ, ৮ম অনুবাদ, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা হইতে কতকগুলি সঙ্গীত ও আছে। ছাপা কাগজ সুন্দর। রেশমী বাঁধা ১৲ টাকা। দেড় বৎসরের মধ্যে হাজার বই বিক্রীত হইয়াছে।

পর্ণপুটের কবিতার উদ্ধৃত নমুনা।

বঙ্গবাণী—"দাশরথি দিন নবনী আনিয়া পল্লীপরাণ ছানি"
"গিরিশ হরিষে হরিচন্দন বরিষে নূপুর পাশে।"

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ—"করোটি করে কণ্ঠে মহাশঙ্খমালা তোমার সাজ
বৃষভ তব শৃঙ্গে মেঘপঙ্কমাখা ভূধর রাজ।
ত্রিশূলতব ত্রিতাপ হয়ে প্রমথ-করে ঘূর্ণ্যমান
অট্টহাসি তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান।"

দুর্ব্বাসা—আসে বিধাতার শাসনদণ্ড ভ্রূকুটী কুটিল মুখে,
শিরে জটাভার নয়নে বহ্নি শ্মশ্রু শোভিত বুকে,
সদা কাজ তার সাধ' আপনার প্রলোভন মোহ নাশি,
জাগ্রত রহ দুর্ব্বাসা কবে কখন পড়িবে আসি।

পল্লীবধূ—লজ্জাসরম সজ্জাপরম অন্তর ভরা মধু
অবিরত সেবা সাধনা নিরতা এযেগো পল্লীবধূ।

কৃষাণীর ব্যথা—ঘনায়ে আসিছে সাঁজের আঁধার নাহি মোর কিছু কাজ
ঘরে দুয়ারেতে পড়েনিক ঝাঁট, জলেনি এখনো সাঁজ,
চালের বাতায় ঝিঁঝিঁ পোকা গুলা বুকচিরে চিরে ডাকে
উঠিতে বসিতে টিক টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে

শোওনিক তুমি পীড়ের উপর আরও গামছা পাতি'
ঝুলিতেছে ঐ লাঠি চোঙ আর মাথালী তালের ছাতি
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাতি চেয়ে কাঁদি
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে নেয়ে গেছে তোমা বাঁধি।

কুড়ানী—ঠোঁট মুখ গাল শীতে জর জর, পাদুটা গিয়াছে ফাটি'
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের কুচল মাটী?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর, ভরে' যায় মোর ঝোলা
লোকেকয় চাষে—"কি করিবি তোরা? কুড়ানী বাঁধিবে গোলা।"

অন্ধকার বৃন্দাবন—নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। ইত্যাদি।

মথুরার দ্বারে—বলিস তাহার রোপিত তরুটী আজি ফুলে আলোকরা
কদমতলাতে আসিয়াছে জল যমুনা দুকূল ভরা
যা ছিল মুকুল এখন তা' ফল চারা সে বেঁধেছে ঝাড়,
কেঁড়ে ভরা দুধ ঢালে মঙ্গলা বাছুর হয়েছে তার,
কোথা রবে তার রাজসভা, দ্বারি, মাথার মুকুট ভার,
বুকে এসে সে যে পড়িবে ঝাঁপায়ে শুনে যদি একবার।
নয়ন রাঙিয়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুর হিয়া
দিব ক্ষীর ননী বনফুল তারে একবার বল গিয়া।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য—রোমগুলি মোর কদমফুলে রয়েছে ঐ শিহরিয়া
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে আলিঙ্গিতে আহলাদিয়া
দ্রবীভূত হৃদয় আমার যমুনাতে গেছে নামি,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পা-দমেকং ন গচ্ছামি।

নীলকণ্ঠ—হে বিশ্বরাজার সভাগায়ক মহান্ কবি, বন্দিহে চরণ
তোমার অমর কণ্ঠে শুনি আমি এ বঙ্গের হিয়ার স্পন্দন।

ধর্ম্মক্ষেত্র—সে যে গো আমার ধর্ম্মক্ষেত্র ভাবতমাতার কর্ম্মভূমি
ধন্য জনম তাহার পুণ্য বুকের পীযূষ স্তন্য চুমি'।

ইতি সম্পাদক।